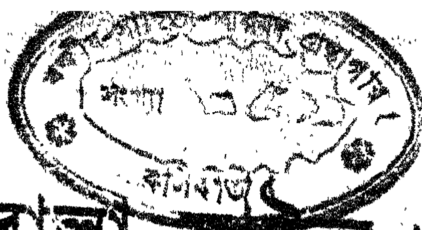
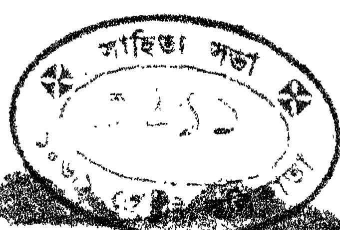
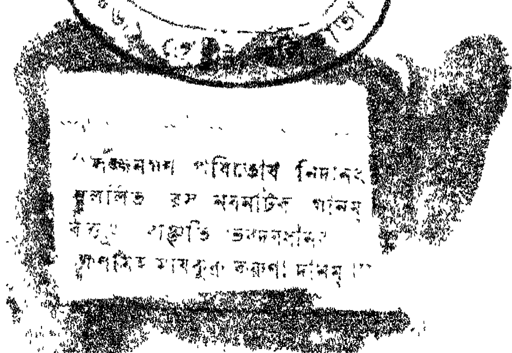


বীরবালা নাটক।

দুষ্প্রাপ্য




সজ্জনগণ পরিতোষ নিদানং
সুললিত রস নবনাটক গানম্
[illegible] প্রকৃতি [illegible]
[illegible] করণং দানম্॥

কলিকাতা।

শ্রীবিহারিলাল দত্ত কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৭৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্টানহোপ্ প্রেসে প্রকাশিত।

সন ১২৮২ সাল। ইং ১৮৭৫।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bowbazar Street, Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।



পুরুষ।

বীরচন্দ্র	কাছাড়ের রাজা।
শম্ভুনাথ	বীরচন্দ্রের মন্ত্রী।
চন্দ্রনাথ	শম্ভুনাথের ভ্রাতা ও কাছাড়ের সেনাপতি।
অমরনাথ	কাছাড়ের সহকারী সেনাপতি।
প্রতাপচন্দ্র	ত্রিপুরার রাজা।
হরিনারায়ণ	প্রতাপচন্দ্রের মন্ত্রী।
শিবপ্রসাদ	ত্রিপুরার সেনাপতি।
শশিশেখর	প্রতাপচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ত্রিপুরার সহকারী সেনাপতি।
বাগেশ্বর	শশিশেখরের সহচর।
রঘুনাথ স্বামী	সিদ্ধ পুরুষ।

সভাসদ, রক্ষক, নাগরিক, রাজদূত, সৈনিক, প্রতিহারী, দস্যু ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সত্যবতী	বীরচন্দ্রের কন্যা।
মলয়া	সত্যবতীর সখী।
প্রমীলা	ঐ পালয়িত্রী।

পরিচারিকা।

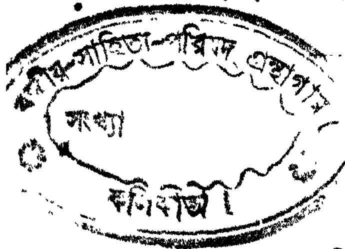
কাছাড়, ত্রিপুরা, } ... ... রঙ্গস্থল।



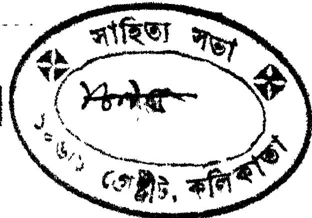


দুষ্প্রাপ্য

বীরবালা নাটক।



প্রথমাঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-রাজধানী, রাজপ্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ সত্যবতীর গৃহ।

(সত্যবতী ও মলয়া আসীনা।)

সত্য। মলয়ে! যখন আমি জন্ম গ্রহণ করিনি তখন আমার পিতাই সমগ্র বরেন্দ্রভূমির মধ্যে একজন প্রতাপশালী অধীশ্বর ছিলেন। নিকটস্থ সকল রাজাই পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। সকলে পিতাকে যার পর নাই ভয় কর্ত্তো—তা কি তুমি শোন নি?

মল। রাজনন্দিনি! তা কে না জানে? শুদ্ধ বরেন্দ্রভূমি কেন? শুনেছি সমস্ত বাঙ্গালাদেশই মহারাজ বীরচন্দ্রের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিল।

সত্য। তবে অভাগিনীর জন্মগ্রহণই যে, পিতার দুরবস্থার কারণ তা কেন না বল্‌বো?

মল। রাজকুমারি! সে আক্ষেপ করা বৃথা। অদৃষ্টই মনুষ্যের সুখদুঃখের মূল। অদৃষ্ট কে খণ্ডন কর্ব্বে?

সত্য। সখি! অভাগিনীর জন্ম না হয়ে যদি মাতা আমার একটী পুত্র প্রসব ক'রে রেখে যেতেন, তা হলে কি পিতার এখন এতদূর দুরবস্থা ঘ'ট্‌তো?

মল। রাজনন্দিনি! বিধাতা আমাদের প্রতি বিমুখ, নচেৎ কেনই বা মহারাজের এমন কঠিন রোগ হবে, আর সেনাপতি চন্দ্রনাথই বা কেন হঠাৎ আহত হয়ে শত্রুহস্তে পতিত হবেন?

সত্য। তিনি আহত হ'য়ে শত্রুহস্তে পড়েচেন একথা তোমাকে কে বল্লে?

মল। লোকে বলে "গত যুদ্ধে সেনাপতি মহাশয় পরাস্ত হ'য়ে অশ্বারোহণে পালিয়ে আস্‌ছিলেন, এমন সময় শত্রুপক্ষ হ'তে একটা তীর এসে তাঁর মস্তকে লাগ্‌লো, তিনি মাটীতে পড়ে গেলেন, আর শত্রুগণ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে চলে গেল"—একি তবে মিথ্যা?

সত্য। মলয়ে! সেনাপতি চন্দ্রনাথ একজন মহা বীরপুরুষ। তাঁর মতন যোদ্ধা বাঙ্গালায় আছে কি না সন্দেহ। তাঁরি পরাক্রমে পিতা আমার এতদূর প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি কি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আস্‌বেন সম্ভব?

মল। তবে তিনি কি প্রকারে শত্রুহস্তে পড়্‌লেন?

সত্য। গত যুদ্ধে কোন পক্ষেই জয়লাভ হচ্চে না দেখে ত্রিপুরার সেনাপতি আমাদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বেন ব'লে, আমাদের সেনাপতি মহাশয়ের নিকট একটী দূত প্রেরণ করেন। সেনাপতি মহাশয়ও আমাদের সৈন্যগণকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখে সেই দূতের প্রস্তাবানুসারে একটী নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষেই স্থির ছিল যে কেহ কোন সৈন্য সামন্ত নিয়ে

সে স্থানে যেতে পার্ব্বেন না। কেবল দুই জন বিশ্বাসী দূতের সঙ্গে উভয়ে সেই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধির কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করবেন। সেনাপতি মহাশয় বিপক্ষের কথায় বিশ্বাস ক'রে একাকী একজন দূতের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির কচ্চেন, এমন সময় হঠাৎ শত্রু-সেনাপতি একটা বংশীধ্বনি কল্লে, আর চারি দিক হতে অসংখ্য বিপক্ষসৈন্য এসে আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। পাপিষ্ঠ ত্রিপুরার সেনাপতি এমনি বিশ্বাসঘাতক! সঙ্গের দূত এই সকল ব্যাপার দেখে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে সকলে চ'লে গেলে তিনি সেস্থান হ'তে বেরিয়ে এসে মহারাজকে এই সম্বাদ দিয়েছেন।

মল। শত্রুকে এক তিলও বিশ্বাস কর্ত্তে নেই! উঃ কি ভয়ানক প্রবঞ্চনা! সেনাপতি মহাশয় শত্রু-হস্তে না প'ড়লে কি ত্রিপু-রার সেনাপতি এত আস্ফালন কর্ত্তে পার্ত্তেন?

সত্য। আজ এক মাস হ'লো সেনাপতি মহাশয় শত্রুহস্তে পড়েচেন, এই এক মাসের মধ্যে বিপক্ষসেনাপতি যে কত বার দূত পাঠিয়েচেন তার সংখ্যা নাই। পিতা যদি এই প্রকার কঠিন রোগাক্রান্ত না হতেন তা হলে কি তিনি এতদূর সহ্য কর্ত্তেন?

মল। সেনাপতির অবর্ত্তমানই আমাদের যত দুরবস্থার মূল। সেনাপতি না থাক্‌লে সৈন্যগণ কার বলে বল কর্‌বে? মহারাজ অসুস্থ না হ'লে কি সেনাপতির জন্য আমাদের এত ভাবতে হতো?

সত্য। মলয়ে! তাই বলি আমিই পিতার দুরবস্থার মূল।

পুত্রই পিতার অসময়ের এক মাত্র সহায়। সেই পুত্রমুখ দেখ্‌বার জন্যে মহারাজ কত যজ্ঞ করেছেন, কত হোম করেছেন, ব্রাহ্মণ দরিদ্রকে কত ধন দান করেছেন, কিন্তু শেষে কি না পিতার বৃদ্ধ বয়সে মাতার পবিত্র গর্ভে এই অভাগিনীর জন্ম হলো? আবার সেও যাক্—আমি এমনি রাক্ষসী যে মাতার আবার দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করবার সময় হ'তে না হ'তেই আমি তাঁকে খেয়ে ফেল্লেম। পিতার পুত্র সন্তান থাক্‌লে কি আজ তাঁকে সেনাপতির জন্য এত কাতর হ'তে হতো?

(বিষণ্ণভাবে প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমীলা! পিতা কি কচ্চেন?

প্রমী। আবার ত্রিপুরার সেনাপতি মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন, শুন্‌লেম মহারাজ এবার যদি বশ্যতা স্বীকার না করেন, তবে তারা এসে একেবারে রাজধানী ছারখার কর্‌বে।

সত্য। (চিন্তা করিয়া) পিতা কি স্থির করেছেন?

প্রমী। এখনও কিছুই স্থির কর্ত্তে পারেন নি। মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সেই বিষয়েরই পরামর্শ হচ্চে। মহারাজের যে প্রকার অবস্থা হয়েছে তাতে আর তিনি অধিক দিন বাঁচ্‌বেন বোধ হয় না।

সত্য। (ব্যগ্রতা সহকারে) কেন?

প্রমী। একে এই মনস্তাপ, তাতে আবার এই প্রকার কঠিন রোগে শরীর জীর্ণ, এতে তাঁর আশা আমরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

সত্য। প্রমীলা! আমি এখনি একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো।

প্রমী। না, এখন তোমার সেখানে যাওয়া হবে না।

সত্য। কেন?

প্রমী। তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা কচ্ছেন আর দরদর করে তাঁর চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে। এখন তোমাকে দেখ্‌লে তাঁর দুঃখের সীমা থাক্‌বে না।

সত্য। মন্ত্রী মহাশয় কি বল্‌চেন?

প্রমী। তিনিও একে ভ্রাতার শোকে কাতর, তাতে আবার মহারাজের দুঃখ দেখে চক্ষের জল আর রাখ্‌তে পাচ্চেন না।

মল। সেনাপতি মহাশয়ের শোকে দেশের সকলেই কাতর হয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয় ত তাঁর আপনার ভাই, তাঁর শোক অনিবার্য্য।

সত্য। পিতা কি বল্‌চেন?

প্রমী। কত দুঃখ কচ্চেন তার আর কি বল্‌বো? সেনাপতির জন্য রোদন কচ্চেন, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্চেন, বল্‌চেন এত যাগযজ্ঞ কল্লেম তবু একটী পুত্র সন্তান হলো না, তা হলে এত অপমান সহ্য কর্ত্তে হতো না। আরো বল্‌চেন যে যদি সত্যবতীও আমার পুত্র হয়ে জন্মাত তা হলে আর আমাকে সেনাপতির অভাবে শত্রুর নিকট এত অপদস্থ হতে হতো না। এই সব বল্‌চেন আর তাঁর চক্ষু দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা পড়্‌চে। আমি তাঁর সে অবস্থা দেখ্‌তে পাল্লেম না, উঠে চলে এলেম।

মল। আহা! মহারাজ, যদি এত দিনে রাজনন্দিনীর বিবাহ দিতেন তা হলেও সে অভাব অনেকাংশে দূর হতো।

প্রমী। মহারাজও সে কথা ব'লে দুঃখ কচ্চেন।

সত্য। প্রমীলা! চল, আমাকে মহারাজের সম্মুখে নিয়ে চল। আমিই তাঁর পুত্র, আমিই তাঁর রাজ্য রক্ষা কর্‌বো।

প্রমী। সত্য! তোর এম্‌নি সাহসই বটে।

সত্য। প্রমীলা! আমি উপহাস্ কচ্চি না। চল, আমাকে রাজ-সম্মুখে নিয়ে চল, আমি নিজেই যুদ্ধে গমন কর্ব্বো।

মল। রাজনন্দিনি! লোকে একথা শুন্‌লে আপনাকে পাগল ব'লে উপহাস কর্ব্বে। আর সৈন্যগণও কি আপনার অধীনে আস্‌তে স্বীকার হবে?

সত্য। কি? সৈন্যগণ আমাকে স্ত্রীলোক ব'লে অগ্রাহ্য কর্‌বে? মলয়ে! আমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেচি, সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমিও অকর্ম্মণ্য হব না। স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌বার জন্য কে না আমার পক্ষ অবলম্বন কর্ব্বে? চল, আমি সকলকেই উত্তেজিত কর্‌বো।

(নেপথ্যে সভারম্ভসূচক নহবত বাদ্য।)

প্রমী। ঐ বুঝি মহারাজ রাজসভায় গমন কচ্চেন। কি স্থির হ'লো জান্‌তে পাল্লেম না।

সত্য। প্রমীলা! তুমি একবার শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট যাও, মহারাজ কি স্থির ক'রেচেন জেনে এস।

প্রমী। এত তাড়াতাড়িই কেন? সভা ভঙ্গ হলেই সবিশেষ জাত্তে পার্ব্বো অখন।

সত্য। না, তুমি যাও, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পিতাকে কখনই ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার কর্ত্তে দেব না।

প্রমী। কি কর্ব্বে?

সত্য। আমি নিজে যুদ্ধ ক'রে পিতার রাজ্যরক্ষা কর্‌বো।

প্রমী। মহারাজ সে কথায় স্বীকার হবেন না।

সত্য। 'আমি তাঁকে স্বীকার করাব।

প্রমী। আমি তোমাকে নিরস্ত ক'র্‌বো।

সত্য। তোমার কথা অমি শুন্‌বো না. তোমার কথা বড় না পিতার চক্ষের জল বড় ?

প্রমী। দেখ্‌ সত্য! তোর যখন চারি বৎসর বয়স তখন মহিষীর পরলোক হয়েচে —

সত্য। আমি তাঁকে খেয়ে ফেলেচি।

প্রমী। তুই পাগল হ'লি নাকি? দেখ্‌ মলয়া! সত্যর মা ম'রে গেলে আমি ওকে কোলে পিটে করে মানুষ করেছি, মহিষী ওকে জন্ম দিয়ে গেছেন আমি ওকে পালন করেছি, ও মহিষীর মেয়ে নয় আমারি মেয়ে। সত্য! তুই কি আমাকে ভাল বাসিস্‌ নি ?

সত্য। কেন বাস্‌বো না ?

প্রমী। তবে আমার কথা শুন্‌বিনে কেন ?

সত্য। পিতার চক্ষে যে জল পড়েচে।

প্রমী। স্ত্রীলোকে আবার যুদ্ধ কর্‌বে কি ?

সত্য। কেন ? পিতার মুখে শুনেছি কত শত মেয়েমানুষ যুদ্ধ ক'রে কত বড় বড় রাজাকে পরাস্ত করেচে; আর আমি পার্‌বো না ?

প্রমী। তারা ক্ষণেজন্মা মেয়ে।

সত্য। আচ্ছা, তুমি একবার মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট যাও, পিতা কি স্থির করেছেন জেনে এস।

প্রমী। (গাত্রোত্থান করিয়া) অমনি মহারাজকেও বারণ ক'রে আস্‌বো তোমার পাগ্‌লামি শুন্‌বেন না।

সত্য। আচ্ছা, আমি তাঁকে স্বীকার করাবো, তুমি এখন যাও।

প্রমী। আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান।

মল। রাজনন্দিনি! মহারাজ কেন ত্রিপুরাধিপতিকে কিছু অর্থ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করুন না?

সত্য। তাঁরা তাতে স্বীকার হন কই? ভগবন! ত্রিপুরার গর্ব্ব কি খর্ব্ব হবে না?

মল। তবেই ত! এবিষম সঙ্কট হ'তে উদ্ধার হওয়া বড় সুকঠিন হলো দেখ্‌চি। এমন সময়েও বিধাতার দয়া হলো না?

সত্য। একবার শেষ দেখা দেখ্‌বো।

মল। রাজ-নন্দিনি! আপনি কি সত্য সত্যই উন্মত্তা হলেন?

সত্য। সখি! আমি সত্যই বল্‌চি, পিতার রাজ্যরক্ষা কর্ত্তে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্‌বো।

মল। সে কি? আপনি কি প্রকারে যুদ্ধ কর্‌বেন? পরমেশ্বর যে সে বিষয়ে আমাদের প্রতিকূল। স্ত্রীলোকের পুরুষের ন্যায় সাহস হওয়া অসম্ভব।

সত্য। মলয়ে! পিঞ্জরাবদ্ধা পোষা পাখীকে বারম্বার তাড়না ক'ল্লে সেও আত্মরক্ষার্থে চঞ্চ্বাঘাত করে। আহিতুণ্ডিক-পরিত্যক্ত অর্দ্ধমৃত সর্পের গাত্রে চরণ স্পৃষ্ট হলে সেও অন্তিম কালে পথিকের চরণ দংশন করে। যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেচে তার আর কিসের ভয়?

(প্রমীলার পুনঃপ্রবেশ।)

সত্য। প্রমীলা! কি শুনে এলে?

প্রমী। এখন কিছুই স্থির হয় নাই। রাজসভায় যা হয় স্থির হবে।

সত্য। প্রমীলা! আমি সাধ ক'রে যে পোষাকটা প্রস্তুত করেছিলেম সেটা এখানে নিয়ে এস। আমি এখনি একবার রাজসভায় যাব।

মল। সেটা পর্‌লে রাজ-নন্দিনীকে আর মেয়ে মানুষ ব'লে চেনা যায় না—অর্দ্ধেক মেয়ে অর্দ্ধেক পুরুষ ব'লে বোধ হয়।

প্রমী। তাহলেই যুদ্ধ জিতে আস্‌বেন আর কি?

মল। উনি সে পোষাক প'রে বিপক্ষসেনাপতির দিকে চাইলেই তাঁকে জয় ক'রে বস্‌বেন—যুদ্ধও কর্ত্তে হবে না।

সত্য। প্রমীলা যাও না—আমার কথা শোন আমার সে পোষাক্‌টা এনে দেও।

প্রমী। আচ্ছা সত্য, কেমন ক'রে যুদ্ধ করবে বল দেখি? সৈন্যদের সঙ্গে তোমাকেও ত যুদ্ধ কত্তে হবে?

সত্য। আচ্ছা, তুমি এখন আমার পোষাক্‌টা শীঘ্র এনে দেও।

প্রমী। সে পোষাক্ আমি বিলিয়ে দিয়েচি।

সত্য। প্রমীলা! কেন আমাকে বাধা দিচ্ছ? আমি কিছুই শুন্‌বো না, যাই এখনি রাজসভায় যাব। (গাত্রোত্থান)

প্রমী। মলয়া! যাও, তুমিও যাও, সখীকে সাহায্য করগে। দেখ যেন রাজসভায় দু এক জন বীরপুরুষ দেখে মূর্চ্ছা যেওনা।

সত্য। প্রমীলা! দেখিস্ হয় পিতার রাজ্যরক্ষা করবো, নয় শত্রুহস্তে এ জীবন বিসর্জ্জন করবো। সখি! আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মলয়ার প্রস্থান।

প্রমী। সত্যবতী কি সত্য সত্যই উন্মত্তা হলো না কি? যাই, কি সর্ব্বনাশ করে দেখি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



কাছাড়—রাজসভা।

(রাজা বীরচন্দ্র, মন্ত্রী শম্ভুনাথ, অমরনাথ ও কতিপয় সভাসদ আসীন।)

অম। মহারাজ! বিনাযুদ্ধে বিপক্ষের পদানত হ'য়ে থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল, একথা সত্য। কিন্তু সেনাপতির অবর্ত্তমানে সৈন্যগণ যে প্রকার নিরুৎসাহ হয়েচে তা আমি মুখে বল্‌তে পারি না; সকলেই ভগ্নোৎসাহ, যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক, এমন সৈন্য ল'য়ে এ দাস কি প্রকারে তুমুল যুদ্ধে প্রবেশ কর্ব্বে?

রাজা। তবে কি তোমাদের মতে ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য?

১ম সভা। মন্ত্রী মহাশয় যা হয় পরামর্শ দিন না।

২য় সভা। যে মহারাজাধিরাজ বীরচন্দ্রের প্রতাপে এককালে সমস্ত বরেন্দ্র ভূমি সশঙ্কিত ছিল, আজ কি না তাঁকে

ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার কর্ত্তে হবে? এমন পরামর্শদাতাকেও ধিক্!

অম। তবে আপনারাই কেন এই স্বদেশ-হিতকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন না।

২য় সভা। যদি আমরা আপনার ন্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হতেম, তবে এই দণ্ডেই তাতে প্রস্তুত হতেম, কারও মুখাপেক্ষা কর্ত্তেম না। আপনার ন্যায় ভীরু ব্যক্তির যুদ্ধশিক্ষা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

অম। বিচার ক'রে আপনার মস্তিষ্ক শূন্য হয়েচে। আপনি যুদ্ধের বিষয় কি বুঝ্‌বেন? কেবল মুখে আস্ফালন কল্লেইত আর যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। বিচার বিষয়েই আপনি পারদর্শী, দোষী ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত কর্ত্তেও আপনার ভরসা হয় না। আপনার মুখে এ সকল কথা উপহাসাস্পদ। আমরা অনায়াসেই সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বধ কর্ত্তে পারি, কিন্তু একজনকে প্রহার কর্ত্তে দেখ্‌লেও আপনার দয়া হবে—আপনার মুখে এ সকল কথা ভাল শোনায় না।

২য় সভা। আপনি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই—

মন্ত্রী। মহাশয়! ক্ষান্ত হউন। বৃথা বাক্‌যুদ্ধে প্রয়োজন কি? যাতে এখন আমরা এই ঘোর বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেতে পারি তারি সদুপায় স্থির করুন।

২য় সভা। মহারাজের আদেশ পেলে এ দাস এখনি যুদ্ধে গমন কর্ত্তে প্রস্তুত আছে।

রাজা। সনৎকুমার! তোমার কথা শুনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেম। বিচারকগণের মধ্যেও যে বীরপুরুষের অভাব নাই

তুমিই তার প্রমাণ, কিন্তু এক শত অশিক্ষিত পুরুষের অপেক্ষা একজন সুশিক্ষিত বীরপুরুষের বল অধিক। রণস্থলে একজন সামান্য সৈনিকও তোমার ন্যায় অশিক্ষিতের অপেক্ষা কার্য্যকর। অতএব এক্ষণে যাহাতে স্বদেশের হিতসাধন হ'তে পারে তদ্বিষয়েরই পরামর্শ দেও সেই-ই যথেষ্ট হবে।

২য় সভা। আমার মতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। সিংহ কবে শৃগালের বশ্যতা স্বীকার করেচে?

৩য় সভা। মন্ত্রী মহাশয়! কাছাড়ে আর কি এমন কেহই নাই, যে এক্ষণে তিনি সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে গমন করেন?

মন্ত্রী। যখন সেনাপতি অমরনাথ এতে ভীত হচ্চেন, তখন আর কে এ দুরূহ ব্যাপারে স্বীকৃত হবে?

৩য় সভা। (অমরের প্রতি) সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হয়েচে ব'লেই কি আপনার আপত্তি হচ্চে?

অম। এটি একটী প্রধান আপত্তি বটে।

৩য় সভা। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বোধ হয় মহারাজ স্বয়ং একবার তাঁদের নিকট গমন কল্লে আর তাঁরা কোন আপত্তি কর্ব্বেন না। মহারাজের এ অবস্থা দেখ্‌লে কে না আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্ব্বে?

১ম সভা। মহারাজ নিজে অসুস্থ, সেখানেই বা যাবেন কি প্রকারে? এখানে না এলেই নয় তাই এসেচেন।

অম। সৈনিকগণের অনেকেই বহির্দ্দেশে রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কচ্চে, কিন্তু আমার আরো অনেক আপত্তি আছে, বিশেষ বিবেচনা না করে——

রাজা। কেন? আর কি আপত্তি আছে?

অম। মহারাজ! আমাদের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য নিয়ে বিশ সহস্র সৈন্য আক্রমণ করা এ দাসের কর্ম্ম নয়। ফলতঃ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি না হ'লে যুদ্ধে গমন কর্ত্তে এ দাসের ভরসা হয় না।

রাজা। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি কর্‌বারও কি আর কোন উপায় নাই?

অম। উপায় থাক্‌লে এ দাস এত ভীত হতো না।

২য় সভা। কেন? স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌বার জন্য কে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে অস্বীকার কর্‌বে? আবাল বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধ কর্ত্তে প্রস্তুত আছে।

অম। তাদের নিয়ে যুদ্ধ কর্‌লে পরাজয় বই জয় নিশ্চয় নয়।

রাজা। অমর, একেবারে নিরাশ্বাস হলে আর উপায় কি? তুমি যে ব'ল্‌চো অশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ কর্‌লে বিশেষ উপকার হবে না—একথা সত্য। কিন্তু যদি সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাপন বলবীর্য্য প্রকাশ করে তা হলে কেন না তাদের দ্বারা তোমার বল বৃদ্ধি হবে? পাঁচজনেও যদি একজন শত্রুকে নষ্ট কর্ত্তে পারে, তা হলেও যথেষ্ট উপকার হবে।

অম। মহারাজ! গত যুদ্ধে সৈন্যগণ নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে। এখন আবার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেলে কোন উপকারই হবে না—এই জন্যই যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করাই আমার ইচ্ছা।

২য় সভা। মহারাজ! কাছাড়ের আবালবৃদ্ধ সকলেই

স্বাধীনতা রক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত। বর্ত্তমান সেনাপতির শরীরে একটুও যোদ্ধার লক্ষণ নাই। আমরা কাপুরুষ নই যে অনায়াসে বিপক্ষের পদানত হ’ব। “যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ” যুদ্ধ কর্‌লে আমরা কখনই পরাজিত হ’ব না।

মন্ত্রী। মহারাজ যদি অসুস্থ না হতেন তা হ’লে কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধ না ক’রে বিপক্ষের পদানত হ’য়ে থাকা অপেক্ষা ঘৃণাকর ব্যাপার আর কি আছে? বর্ত্তমান সেনাপতি মহাশয়! আপনি এক দিবস অপেক্ষা ক’রে উত্তমরূপ বিবেচনা করে দেখুন, আর সৈন্যগণেরও অভিপ্রায় জ্ঞাত হউন। তার পর যা হয় স্থির করা যাবে।

রাজা। আজ একমাস পূর্ব্বে কে জান্‌ত আমার এমন দুর্দ্দশা হবে? নিজের সৈন্যগণের কথা দূরে থাকুক, এতদঞ্চলের সকল রাজাই আমার অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে পরম সন্তোষ লাভ কর্ত্তেন,—কিন্তু এখন কি আমার নিজের সৈন্যগণেরও একটু দয়া হবে না? আমি নিজে সুস্থ থাক্‌লে কখনই তারা আমার কথা অবহেলা কর্ত্তে পার্ত্তো না। আজ একমাস হলো সেনাপতি চন্দ্রনাথ কারাবদ্ধ হয়েছেন, আর সেই অবধিই আমি রুগ্ন শয্যায় প’ড়ে আছি। একে মনোবেদনা—তার উপর শারীরিক অসুস্থতা—এই দুয়েই আমাকে একেবারে নিস্তেজ ক’রে ফেলেচে। এই একমাসের মধ্যে এক দিনও আমি সৈন্যগণের নিকট গমন কর্ত্তে পারি নাই, আজ আমার এমন দুরবস্থা দেখ্‌লেও কি সৈন্যগণের একটু দয়া হবে না? আজ আমি নিজেই তাদের নিকট গমন কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

অম। মহারাজের সেখানে গমন করবার প্রয়োজন নাই,

প্রধান প্রধান সৈনিকগণের অনেকেই বহির্দ্দেশে রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কচ্চে।

মন্ত্রী। জয়রামকে ভগবান রঘুনাথ স্বামীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেচি, তাঁর আগমন কাল পর্য্যন্ত সকলে অপেক্ষা করুন, তার পর তাঁর আদেশানুসারে যা হয় স্থির করা যাবে।

২য় সভা। ভগবান রঘুনাথস্বামী যা বল্‌বেন তাতে আর কে দ্বিরুক্তি কর্ব্বে? তিনি স্বয়ং বিধাতা স্বরূপ, তাঁর বাক্য কখনই বৃথা হবে না। ভবিষ্যৎও তাঁর পক্ষে অতীত কাল।

রাজা। তাঁর সাক্ষাৎ পরম পুণ্যের বিষয়। সকল সময়ে যে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—এই-ই আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগবান আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

মন্ত্রী। তাঁর একজন শিষ্যের সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরই মুখে শুনেছি আজ তিন দিবস হলো তিনি কাছাড়ে আগমন করেচেন। কল্য প্রাতে পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কর্‌বেন। এক্ষণে তিনি বড়বক্র নদীতীরে ভগবান সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে অবস্থান কচ্চেন। বোধ হয় জয়রাম নিষ্ফলে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বে না। যদি তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া না যায় তবে কল্য যাহা হয় স্থির করা যাবে।

(একজন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। মহারাজের জয় হউক!

রাজা। কি সমাচার, ভরত?

রক্ষক। মহারাজ, রাজকুমারী রাজসভায় আগমন করবার জন্য একজন পরিচারিকাকে দ্বারে প্রেরণ করেচেন, মহারাজের অনুমতি পেলে তিনি রাজসভায় আগমন কর্ব্বেন।

রাজা। রাজকুমারী ? বল, আসিবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

রক্ষ। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। দেখ ভরত, যদি ভগবান রঘুনাথস্বামী দ্বারে উপস্থিত হন তৎক্ষণাৎ তাঁকে এখানে লয়ে এস।

নেপা। যে আজ্ঞে, মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রিবর! ভগবানের উদ্দেশে আর একজনকে প্রেরণ কল্লে ভাল হয় না ?

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছা, কিন্তু তত প্রয়োজন বোধ হয় না। জয়রাম অতি সুচতুর, তিনি যেখানে থাকুন না তাঁকে আনয়ন কর্ত্তে সে কোন রূপে যত্নের ক্রটি করবে না।

(মলয়ার সঙ্গে সত্যবতীর প্রবেশ।)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) রাজকুমারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক!

রাজা। এস মা, আমার নিকটে বস।

সত্য। আপনারা সকলে বসুন না। (সকলের উপবেশন।) পিতঃ, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেতে ইচ্ছা করি।

রাজা। মা, অনুমতি চাচ্চো ?

সত্য। বিপক্ষসেনাপতি নাকি আবার দূত পাঠিয়েচেন ?

রাজা। মা, যে পর্য্যন্ত বিপক্ষসেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সেনাপতি চন্দ্রনাথকে কারাবদ্ধ করেচে, আর আমিও রুগ্ন শয্যায় পড়ে আছি, সেই পর্য্যন্তই রাজ্য আমার একপ্রকার শত্রুর ক্রীড়াস্থল হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। এখন বিপক্ষসেনা-

পতির ইচ্ছা আমরা তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করি, এবং সেই জন্য তিনি এই এক মাসের মধ্যে তিন চার বার দূত পাঠিয়েচেন। কিন্তু আমরা এত দিন তাঁদের কোন উত্তরই প্রদান করি নাই, আজ আবার সেই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেচেন যে, "যদি আজ আমরা তাঁদের বশ্যতা স্বীকার না করি, তবে কল্যই তাঁরা আমার রাজধানী আক্রমণ ক'রে নগর ছার খার করবেন"। মা, সেই বিষয়েই যা কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য আজ আমি অন্তঃপুর হতে বহির্গত হয়েছি, এখানে আমার অমাত্যগণ সকলেই প্রায় উপস্থিত আছেন, এঁদের পরামর্শ এবং সাহায্য ব্যতীত আমি এখন কিছুই কর্ত্তে পারি না। আমি এখন বিষহীন ফণী হয়েছি। (রোদন।)

সত্য। মন্ত্রী মহাশয়! আপনারা কি স্থির ক'রেচেন?

মন্ত্রী। এঁদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে বিনা যুদ্ধে বিপক্ষের পদানত হ'য়ে স্বাধীনতারত্ন নষ্ট করেন, কিন্তু বর্ত্তমান সেনাপতি অমরনাথ তাতে বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বী। উনি কিছুতেই সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে গমন কর্ত্তে স্বীকার হচ্চেন না।

সত্য। কেন? পিতার রাজ্যে কি এমন কোন স্বদেশানুরাগী যোদ্ধা নাই, যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন রক্ষা করেন?

রাজা। মা, তা থাকলে কি আমাকে এত অপমান সহ্য কর্ত্তে হ'তো? বিধাতা আমাকে একটী পুত্র সন্তানও দিলেন না, যে সে আমার অপমানে অপমানিত হ'য়ে আমাকে এই মহৎ বিপদ হ'তে উদ্ধার করে। যে রাজা আপনার রাজ্য রক্ষা কর্ত্তে

অসমর্থ সে সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বারও যোগ্য নয়। (রোদন।)

সত্য। পিতঃ, দাসী একটী কথা বল্‌বার অনুমতি প্রার্থনা কচ্চে।

রাজা। কেন মা? তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার সকল কষ্ট দূর হয়—তুমি আবার একটী কথা বল্‌বার অনুমতি চাচ্চো?

সত্য। পিতঃ, আমিই আপনার পুত্র, আপনার চক্ষে জল দেখ্‌লে আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হয় না। আপনি অনুমতি করুন আমিই সেনাপতির ভার গ্রহণ ক'রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করি। আপনি বল্‌লে কি সৈন্যগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য আমার বশীভূত হবে না?

রাজা। বালিকার এম্‌নি বুদ্ধিই বটে। মা, তুমি কি আমার চক্ষে জল পড়েচে দেখে পাগল হয়েচ? মার আমার এম্‌নিই পিতৃভক্তি। যদি আমার সৈনিকগণের মধ্যে তোমার মতন এক জন পাগল পাওয়া যেত তাহলে আর আমার চক্ষে জল আস্‌তো না।

সত্য। পিতঃ, আমি পাগলের মতন বল্‌চি না। স্ত্রীলোকে যুদ্ধ করেচে আপনার মুখেও ত শুনেছি।

রাজা। তারা কি মা তোমার মতন বালিকা?

সত্য। পিতঃ আপনার চক্ষের জল আমাকে বয়স্থা করেচে। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি—হয় আপনার রাজ্য রক্ষা কর্ব্বো, নয় এ জীবন বিসর্জ্জন কর্ব্বো। আমি জীবিত থাক্‌তে আপনাকে কখনই ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার কর্ত্তে দেবনা। আমি

রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমিও অকর্ম্মণ্য হব না।

২য় সভা। রাজকুমারীর উপযুক্ত কথাই বটে।

রাজা। মা! আর ও কথা ব'লে আমার যন্ত্রণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করো না। সৈন্যগণও যে তোমার কথা শুনে উপহাস্ করবে।

সত্য। পিতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌বার জন্য যে না আমার পক্ষ অবলম্বন কর্ব্বে তাকে ধিক্! তার বাহুবলেও ধিক্! তার অস্ত্রধারণেও ধিক্! আর তার যুদ্ধশিক্ষাকেও ধিক্! যারা এমন সময়ে শত্রুশোণিতে আপনাপন তরবার সিক্ত না কর্ব্বে তাদের যেন আর তরবার ধর্ত্তে না হয়।

২য় সভা। মহারাজ! রাজকুমারীর যে প্রকার সাহস্ দেখ্‌চি তাতে উনি নিশ্চয়ই এ পদের যোগ্যা। ওঁর কথায় আমাদের বিলক্ষণ আশা হচ্চে।

রাজা। সনৎকুমার! তোমরা কি আমাকে এম্নি নরাধম বিবেচনা কর? আমি স্বয়ং জীবিত থাক্‌তে এই অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বালিকা কন্যাকে যুদ্ধে পাঠাব? লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে? আমার জীবনেও ধিক্!

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ বীরচন্দ্রের জয় হোক!

মন্ত্রী। ভগবান রঘুনাথস্বামী আস্‌চেন।

রাজা। মন্ত্রীবর! শীঘ্র ভগবানকে আসন দাও।

(জয়রামের সঙ্গে রঘুনাথস্বামীর প্রবেশ ও সকলে দণ্ডায়মান।)

রাজা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) আসুন ভগবান আসুন। (প্রণাম) আজ রাজসভা পবিত্র হ'ল।

রঘু। মহারাজ নির্ব্যাধী ও দীর্ঘজীবী হো'ন।

সত্য। ভগবান, প্রণাম করি (প্রণাম।)

রঘু। রাজকুমারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হো'ক। মহারাজ! বসুন। রাজকুমারি! ব'স।

রাজা। ভগবানের বর্ত্তমানে দাস সিংহাসনে বস্‌বার উপযুক্ত নয়।

রঘু। মহারাজ! রাজসভায় সে তারতম্যের প্রয়োজন নাই, আমি অনুমতি কচ্চি মহারাজ বসুন। (উপবেশন।) গুরুদেব তুমিই সত্য। (সকলের উপবেশন।)

রাজা। ভগবন! নিতান্ত বিপদে প'ড়ে আপনাকে স্মরণ করেচি।

রঘু। আমি গুরুদেবের অনুগ্রহে সবিশেষ অবগত আছি। আপনাকে বল্‌তে হবে না। আজ একমাস হলো মহারাজের শরীরে শনির প্রবেশ হয়েচে, কল্য সন্ধ্যার পর তার ক্ষয় হবে। তার পর মহারাজ সুস্থ হবেন। মহারাজ! যুদ্ধের বিষয় কি স্থির করেছেন?

রাজা। ভগবন্! সেনাপতির অভাবে সে বিষয়ের কিছুই স্থির হয় নাই। এক্ষণে আপনার আদেশের অপেক্ষা——

রঘু। রাজকুমারী রাজসভায় কি জন্য?

রাজা। কন্যা আমার দুঃখ দেখে উন্মত্তা হয়েছেন।

২য় সভা। উনি সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন ব'লে মহারাজের অনুমতি চাচ্চেন।

রঘু। মহারাজ! কি অনুমতি দিলেন?

রাজা। কন্যা আমার উন্মত্তা হয়েচেন, তার সঙ্গে এ দাসও উন্মত্ত হয় নাই।

রঘু। রাজকুমারি! তুমি বালিকা, কি প্রকারে যুদ্ধ কর্‌বে?

সত্য। পিতা যে হস্তীতে আরোহণ ক'রে দুর্দ্দান্ত নাগা দস্যুগণকে দমন করেছিলেন সেই শিক্ষিত "জয়ন্ত" আজো জীবিত আছে। আমি তারি উপরে ব'সে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণকে উৎসাহ দেব।

রঘু। তোমার ভয় হবে না?

সত্য। পিতার চক্ষের জল দেখে আমি জীবনের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করেছি। যতক্ষণ পিতার চক্ষে জল পড়েছে মনে থাক্‌বে ততক্ষণ আমার কোন ভয়ই হবে না।

রঘু। স্ত্রীলোকের জীবনের অধিক অন্য এক ভয় আছে।

সত্য। কটিদেশে এই অসিও তার জন্য লুকান আছে।
(কটিদেশ হইতে তরবার বাহির করণ।)

রঘু। ধন্য, রাজকুমারী ধন্য! তুমি যথার্থই রাজকুলে জন্ম গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্তা। আশীর্ব্বাদ করি—বীরবালা শীঘ্রই বীরপত্নী হোক। (রাজার প্রতি) আমি পরীক্ষার জন্যই রাজকুমারীকে এত কথা জিজ্ঞাসা কল্লেম। আজ মহারাজ আমাকে স্মরণ করেচেন শুনে আমি ধ্যানে ব'সে দেখ্‌লেম, মহারাজের কন্যাই এ বিপদে আপনাকে রক্ষা কর্‌বেন। মহারাজ যুদ্ধের আয়োজন করুন—নিশ্চয়ই সুমঙ্গল হবে।

রাজা। ভগবানের অনুমতির অপেক্ষাতেই এতক্ষণ কিছু স্থির কর্ত্তে পারি নাই। অমরনাথ! ভগবানের অখণ্ডনীয় বাক্য শ্রবণ কল্লে?

অম। এখন আর আমার কোন আপত্তি নাই। (স্বগত) দেখি যদি রাজকুমারীর মনোমত কার্য্য করেও তাঁর প্রিয় হ'তে পারি। সর্ব্বস্ব ক্ষয় ক'রেও যদি এ রত্ন লাভ কর্ত্তে পারি সেও আমার পরম সৌভাগ্য।

রাজা। তবে সৈন্যগণকে বল রাজকুমারীই আজ তাদের সেনাপতি হলেন।

অম। আমিও প্রাণপণে রাজকুমারীর সাহায্য কর্ত্তে ত্রুটি কর্ব্বো না। রাজকুমারীর জয়! মহারাজের জয়!

নেপথ্যে সৈন্যগণ। রাজকুমারীর জয়! মহারাজের জয়!

অম। মহারাজ বীরচন্দ্রের জয়!

নেপথ্যে সৈন্যগণ। মহারাজ বীরচন্দ্রের জয়!

অম। সৈনিকগণ! এই কথা চারিদ্দিকে প্রতিধ্বনিত হোক।

নেপথ্যে সৈন্যগণ। রাজকুমারীর জয়! (দূরে) মহারাজের জয়!! (অতিদূরে) মহারাজ বীরচন্দ্রের জয়!!!

রঘু। মহারাজ! তবে যুদ্ধের আয়োজন করুন—দেখবেন পরে একটু বিবেচনা ক'রে সাবধানে কার্য্য কর্‌বেন। আমি এক্ষণে স্বকার্য্যে গমন করি।

রাজা। ভগবন্! আমার আজ পরম পুণ্য—আপনার সাক্ষাৎ পেয়েচি। ইচ্ছা করি আজ আমার অন্তঃপুর পবিত্র হো'ক।

রঘু। আচ্ছা, আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন, আমি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করি গে।

রাজা। জয়রাম! ভগবান্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে যা, দেখিস্ যেন সেবার ত্রুটি না হয়।

রঘু। মহারাজ! কল্য আপনি সুস্থ হবেন, দেখ্‌বেন যেন এই দুই দিবস অধিক পরিশ্রম না হয়। (গাত্রোত্থান, সকলের গাত্রোত্থান।)

রাজা। ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য। ভগবন্! প্রণাম করি। (প্রণাম।)

রঘু। শীঘ্রই আপনার মনোবেদনা দূর হো'ক।

সত্য। ভগবন্! প্রণাম করি। (প্রণাম।)

রঘু। রাজকুমারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হো'ক। নির্ব্বিঘ্নে কৃত-কার্য্য হও। এখন আসি।

[প্রস্থান।

রাজা। মা, তুমিও অন্তঃপুরে যাও। আমি সমুদয় স্থির ক'রে যাচ্চি।

সত্য। পিতার যা ইচ্ছা। (গাত্রোত্থান।)

সকলে। রাজকুমারীর জয়!

[মলয়ার সঙ্গে সত্যবতীর প্রস্থান।

রাজা। আজ আমার পুত্রের দুঃখ মোচন হ'লো। মহিষী শুভক্ষণেই সত্যবতীকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

১ম সভা। রাজকুমারী যথার্থই রাজকুলপ্রদীপ।

মন্ত্রী। বেলা অধিক হয়েচে, মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হলে ত্রিপুরার দূতের নিকট এ সম্বাদ প্রেরণ করি।

রাজা। আর আমার আপত্তি কি? আর চারিদিকে ঘোষণা ক'রে দেও যে কল্য রাজকুমারী সেনাপতির ভার গ্রহণ

ক'রে যুদ্ধে গমন কর্ব্বেন। কাছাড়স্থ কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হো'ক। আর যে এই যুদ্ধে বীরত্ব দেখাতে পার্ব্বে তাকে আমি উপযুক্ত পারিতোষিক ও পদমর্য্যাদা প্রদান ক'র্ব্বো। দেখ অমর! কোন বিষয়েই যেন আয়োজনের ত্রুটি না হয়।

অম। মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে এ দাস যতদূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। যা যা প্রয়োজন এই দণ্ডেই তৎসমুদয় প্রস্তুত হবে। মহারাজ এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা। তবে এখন চল—বেলাও অধিক হয়েচে।

[সকলের গমনোদ্যোগ।

অম। (স্বগত) দেখি এই উপলক্ষেও যদি আমার আশা পূর্ণ হয়। রাজকুমারী বীরপত্নী হবেন! দেখি, ভগবানের ভবিষ্যৎবাণী কতদূরে দাঁড়ায়। অমরনাথ ভিন্ন কাছাড়ে আর কে এমন বীর আছে যে সে রাজকুমারীকে বরণ কর্ব্বে?

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিনী সাহানা—তাল আড়া।

উঠিল নলিনীনাথ গগনের মধ্য দেশে।
হাসে কমলিনী সতী সোহাগে প্রেম আবেশে॥
সরোবরে কুমুদিনী, ম্লানমুখী বিরহিণী।
কাঁদিছে অধোবদনী, বিষাদ মলিন বেশে।
দিনকর দরশনে, ভয়ে বিহঙ্গম গণে।
লুকায়ে নিকুঞ্জ বনে, ডাকে সবে পরমেশে॥

(নেপথ্যে নহবতবাদ্য।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রাজপথ।

(দুই দিক দিয়া দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম নাগ। ওগো মশায়! আজকের এ ব্যাপার খানাটা কি বল্‌তে পারেন? চারি দিকে বাজ্‌না বাজ্‌তেছে আর সিপাই শাস্ত্রীরা নিশেন হাতে করে ঘোড়ায় চেপে চারি দিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চে, ব্যাপার খানাটা কি কিছুইতো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

২য় নাগ। হুঁঃ, আমি নতুন লোক ব'লে বুঝি আর সহরের খবরটাও রাখিনে মনে করেচেন? রাজবাড়ীতে আজ কোন উপসর্গ আছে।

১ম নাগ। উপসর্গ কি মশায়? উৎসব?

২য় নাগ। ঐ উরি নামই তাই। আমিতো আর তোমাদের মতন টোলে পড়িনি যে সকল কথাগুলোই শুদ্ধ বেরুবে।

১ম নাগ। তা এমন বিপদের সময় আবার রাজবাটীতে কিসের উৎসব?

২য় নাগ। বাঃ বাঃ বাঃ, তুমি ত আচ্ছা লোক দেখ্‌চি, রাজা-রাজ্‌ড়ার আবার বিপদ আপদ কিসের?

১ম নাগ। তা বুঝি শোনেন নি? মহারাজ এই সে দিন যুদ্ধে হেরে এসে পর্য্যন্ত ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন আর কারুকে মুখ দেখান না। মন্ত্রী মশায় সে দিন তাঁকে ডাক্‌তে গিয়েছিলেন ব'লে মহারাজ নাকি তাঁকে (চারি দিক দেখিয়া) কামড়াতে গিয়েছিলেন।

২য় নাগ। আর বাপু, আমি বুড়ো হাবড়া মানুষ, এ সকল দেখ্‌তে পাই, না শুন্‌তে পাই, যে এর খবর রাখ্‌বো। তা এমন হবে আশ্চর্য্যিই বা কি? তবে মহারাজ বুঝি ক্ষেপা হয়ে উঠেচেন। আর মহারাজেরই বা দোষ কি? ক্ষেপ্‌তেই তো পারেন। আহা! যার অসময়ে গৃহশূন্য হয়েচে সেইই জানে যে কত ধানে কত চাল। আবার তার উপর এই লড়ায়ে হেরেচেন তার মনস্তাপ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে পরমেশ্বর! শত্রুরও যেন কখন গৃহশূন্য না হয়। (রোদন।)

১ম নাগ। কেঁদে ফেল্লেন যে?

২য় নাগ। আরে বাপু বল্‌বো কি দুঃখের কথা—অনেক কষ্টেস্রষ্টে কন্যাদায়গ্রস্ত ব'লে ভিক্ষেশিক্ষে করে একটী বিবাহ করেছিলেম, আজ মাস দুই তিন হলো তাঁর পরলোক হয়েচে। (রোদন) ওমা তুমি কোথায় গেলে? এই বুড় বয়েসে এত যন্ত্রণাও ছিল গা? আহা! হা! একটী দিন কথা কইতেও পেলেম না গো।

১ম নাগ। কেন? কথা কইতে পান নাই কেন?

২য় নাগ। আর বাপু সে কি আজো আমার সঙ্গে কথা কইতে ভরসা কর্ত্তো?

১ম নাগ। কেন? এত দিন কি তাঁর কথা ফোটে নি?

২য় নাগ। ফোটে নি আর? অত বড় মেয়ের আর কথা ফোটেনি? তবে বয়েস কম বলে কাছে আস্‌তো না।

১ম নাগ। কেন? তাঁর বয়স কত হয়ে ছিল?

২য় নাগ। তা বেশ হয়েছিল। আর বছর পাঁচ ছয় বাদেই

লায়েক হতো। এই ছ বছরে পা দিয়ে ছিলো। আহা! হা! টাকাগুলো বৃথায় গেল গা! (রোদন।)

(ব্যস্তভাবে অন্য এক জন নাগরিকের প্রবেশ।)

৩য় নাগ। আরে মোশায়! আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কি চেঁচামেচি কচ্চেন? পালান্! পালান্! মেলা তুড়ুকসওয়ার বেরিয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

২য় নাগ। কেন গা বাপু? আজ কি রাজবাড়ীতে—কি বল্লে হ্যা? বলে দেও না,—ঐ যে কি বল্লে তখন?

১ম নাগ। উৎসব, উৎসব।

২য় নাগ। হ্যাঁ বাপু, হ্যাঁ।

৩য় নাগ। এ বুড় মিন্সের বাড়ী কোথায় হ্যা?

২য় নাগ। কেন গা বাপু? রাগ কর কেন? আমার বাড়ী—এই গিয়ে নিচ্চিন্দিপুর। আমি সহর দেখ্‌তে এসেছি বাবা।

৩য় নাগ। সহর দেখ্‌তে এসেছি বাবা! কেতার্থ কল্লে আর কি। রাজবাড়ীর খবর রাখেন না, সহর দেখ্‌তে এসেছি বাবা!

২য় নাগ। কেন গা বাপু? রাজবাড়ীতে কি, তাই বল না কেন বাবা। অত ভ্যাংচাও কেন বাপু?

৩য় নাগ। ভ্যাংচাও কেন বাপু? রাজকুমারীর বিয়ে হবার সময় হয়েচে তাই দেশে দেশে লোক যাবে তাই চারিদিকে রাজকুমারীর নাম ক'রে ঢোল বাজিয়ে খবর দেওয়া হচ্চে। এটাও জান না?

(নেপথ্যে ঢোলের শব্দ।)

২য় নাগ। ওমা এই যে, এই দিকেই আসুচে গো!

৩য় নাগ। আরে এ কোথাকার বামুণ? কাম্‌ড়াবে না, কাম্‌ড়াবে না।

২য় নাগ। তাই বল না বাপু।

১ম নাগ। বলি আপনি রাজসভায় যাবেন কি?

২য় নাগ। বিবাহ হবে তাই? তা গেলে ত আমারও হবে না বাপু। হ্যাঁ বাপু, রাজার কটী মেয়ে আছে জান?

৩য় নাগ। এ বুড় সত্যি সত্যি পাগল নাকি? (নেপথ্যে দেখিয়া) ও বাবা! ঘোড়াটার চেহারা দেখ, যেন খেতে আসচে। ওমা! তরয়ার দেখ! মোশায় এই এক পাশে আসুন, ওরা সব রাজার লোক। আবার মেরে ধরে বস্‌বে। (একপার্শ্বে গমন।)

২য় নাগ। এসে পড়্‌লো যে! আমি যাই কোথায় বাপু? (অন্য পার্শ্বে গমন।)

৩য় নাগ। আরে মোশায় বামণের ভয় দেখ! একদিকেই থাক না ঠাকুর। (সেইদিকে গমন।)

২য় নাগ। তুমিও তো এলে বাপু।

৩য় নাগ। তুমিও তো এলে বাপু। আমি আস্‌চি সাধে— ঐ ঢুলি বেটারা পাছে ছুঁয়ে ফেলে তাই—

২য় নাগ। তুমি কি লোক বাপু?

৩য় নাগ। আমি সুবর্ণ বণিক। (১ম নাগরিকের প্রতি) আপনি এইদিকে সরে এস না মশায়।

১ম নাগ। ব্যাপারখানাটা কি জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না।

৩য় নাগ। মার্‌ধোর খাবার ইচ্ছে আছে বুঝি? অত বাহাদুরীতে কাজ নেই মশায়! (জড়সড় হইয়া অবস্থান।)

(অশ্বারোহণে এক হস্তে পতাকা অন্য হস্তে একখানি
ঘোষণাপত্র একজন অশ্বারোহী ও পশ্চাতে
বাদ্যকরগণের প্রবেশ।)

অশ্বা। বাজাও না। মানুষ দেখ্‌লেই বাজাবে বলে দিয়েচি আবার এক শ বার বল্‌তে হবে? (বাদ্য।)

১ম নাগ। মহারাজের জয় হোক। মহাশয়! এ শুভ সম্বাদ ত আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

অশ্বা। ঐখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক—জান্‌তে পার্ব্বে এখন। (বাদ্যকরের প্রতি) চুপ কর। (ঘোষণাপত্র পাঠ।

"আজ এক মাস হ'লো ত্রিপুরার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি আমাদের মহাবল পরাক্রমশালী সেনাপতি চন্দ্রনাথকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কারাবদ্ধ ক'রে রেখেচে— এবং মহারাজাধিরাজ কাছাড়াধিপতি বীরচন্দ্র সেই পর্য্যন্তই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েচেন। সম্প্রতি বিপক্ষগণ শীঘ্র আমাদের রাজধানী আক্রমণ কর্‌বে ব'লে একজন দূত পাঠিয়েচেন। সেই জন্য এক্ষণে রাজনন্দিনী সত্যবতী স্বয়ং সেনাপতির ভারগ্রহণ করে বিপক্ষের প্রতিকূলে যাত্রা কর্‌বেন। মহারাজের ইচ্ছা স্বদেশহিতৈষী স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই প্রাণপণে রাজকুমারীর সাহায্য করিয়া অমূল্য স্বাধীনতা ধনকে রক্ষা করেন। আর যিনি এই যুদ্ধে বীরত্ব দর্শাইতে পারিবেন,

মহারাজ তাঁকে বিশেষরূপে পারিতোষিক ও উপযুক্ত পদমর্য্যাদা প্রদান করিবেন ” ইতি।

বাজারে বাজা। বেটা মনে মনে বাজাচ্চিস্ নাকি?

[বাদ্যকরগণের সঙ্গে প্রস্থান।

৩য় নাগ। ওমা! এই? আমি রাজকুমারীর নাম শুনে মনে কচ্ছিলেম রাজকুমারীর বিয়ে—তা নয়।

২য় নাগ। ও বাপু! আর কেন? পালিয়ে এস। আবার আমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে।

৩য় নাগ। বলা যায় না। সেপাই কম্ থাক্‌লেই তা কর্ত্তে পারে। (১ম ব্যক্তির প্রতি) আপনার সাহস খুব।

২য় নাগ। আজ আমার সুপ্রভাত—রাজদর্শন হলো।

১ম নাগ। বেটা কি গোঁয়ার। মেরেছিল আর কি।

[সকলের প্রস্থান।

(অশ্বারোহণে অমরনাথের প্রবেশ।)

অম। যাই, স্বয়ং একবার সৈনিকগণের নিকট গমন ক’রে তাদের সকলকে প্রস্তুত করিগে। পূর্ব্বে যুদ্ধে গমন কর্ত্তে আমার এক তিলও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন আর আমার সে ভাব নেই। প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করেও যদি রাজকুমারীর সুখ্যাতির পাত্র হ’তে পারি সেও আমার সুখ। অনেক দিনের আশা রাজকুমারীকে বরণ কর্ব্বো। দেখি এই সুযোগেই যদি আমার সে আশা পূর্ণ হয়! ভগবান রঘুনাথস্বামী বলেচেন বীরবালা বীরপত্নী হবে তা দেখি তাঁর কথা কতদূর সত্য হয়? এখন যাই বৃক্ষমূলে জল সেচন করিগে, শীঘ্রই পুষ্পের মুকুল হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-প্রান্তর—কুমার শশিশেখরের শিবির।

(কুমার শশিশেখর, সেনাপতি শিবপ্রসাদ, বাণেশ্বর আসীন ও একজন দূত দণ্ডায়মান।)

শিব। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে? নরাধম কাছাড়-রাজের এতদূর আশা? স্ত্রীলোক দ্বারা আমাদিগকে পরাজয় কর্ব্বে? নরাধমকে কারাবদ্ধ ক'রে এনে তারি সম্মুখে আমাদের এই বিশ সহস্র সৈন্যের সহিত তার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দেব—তবে এর প্রতিশোধ হবে।

শশি। কুলমহিলাকে এতদূর তিরস্কার কর্‌বার আবশ্যক কি? দেখুন না তাঁর কতদূর সাধ্য।

শিব। যে স্ত্রী সহস্র সহস্র সেনাপুঞ্জে বেষ্টিত হ'য়ে এই অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে সে আবার কুলমহিলা?

বাণে। কাছাড়ে বুঝি আর যোদ্ধা মিল্‌লো না? তাইতেই মহারাজ বুঝি আপনার ঘরের মেয়েটীকে বার করে দিলেন?

শশি। স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি কি কখন পরাধীন হ'তে স্বীকার করে?

বাণে। তাই বুঝি মহারাজ নিজে যুদ্ধে আস্‌তে ভয় পেলেন?

দূত। কাছাড়রাজের যে প্রকার উৎকট পীড়া জন্মেচে তাতে তাঁকেও আর বোধ হয় অধিক দিন পৃথিবীর কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হবে না।

বাণে। এইবার তাঁর কন্যা এসে দেখ্‌চি আমাদের সকল-কেই জয় করে বস্‌বেন—সেনাপতি মহাশয়! একটু সাবধানে থাক্‌বেন।

শিব। কেন?

বাণে। রমণীর কটাক্ষ-বাণের ঘা বড় শীঘ্র আরামহয় না।

শিব। আমিও স্থির করেচি কাছাড়রাজকন্যার প্রাণ বধ করে স্ত্রীহত্যার পাতক গ্রহণ করব না। তাকে কারাবদ্ধ ক'রে এনে ত্রিপুরার মহারাজকে উপহার পাঠিয়ে দেব।

বাণে। তিনি আর মেয়ে নিয়ে করবেন কি? তাঁরও ত আর কন্যার অভাব নেই, যে পোষ্য কন্যা গ্রহণ কর্‌বেন।

শিব। মহারাজের যা ইচ্ছা হয় তাই কর্‌বেন।

বাণে। তিনি এমন সুন্দরী বীর-কন্যা পেলে কি আর পরকে বিতরণ কর্‌বেন?—আমদের কুমারও অবিবাহিত, তিনি কাছাড়-রাজকুমারীকে ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ বলে ঘরে তুলে নেবেন।—এ মেয়ে কুমারের কপালেই নাচ্‌তেচে।

শিব। কুমার! তুমিই কাল যুদ্ধে গমন কর। স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ—সে যুদ্ধে আমার যাবার আবশ্যক নাই। দেখি না কাছাড়-রাজকুমারীর কতদূর সাহস। তার পর প্রয়োজন হয় আমি যুদ্ধে গমন কর্ব্বো।

শশি। (স্বগত) কাছাড়-রাজকুমারীর নাম শুনে পর্য্যন্ত আমি যেন তাঁর প্রতি কিছু পক্ষপাতী হয়েচি।—তাঁকে দেখ্‌-বার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মেচে। আমিও মনে কচ্ছি-লাম সেনাপতিকে যুদ্ধে গমন কর্ত্তে না দিয়ে নিজেই যাবো—তা আমাকেও বলতে হলো না!

বাগে। আপনি যে চুপ করে রইলেন? ভয় পেলেন নাকি?

শশি। না ভয় নয়। আমি ভাব্‌চি যে এর ভিতরে তো কাছাড়-রাজের অন্য কোন অভিসন্ধি নাই?

শিব। অন্য কোন অভিসন্ধি কি?

বাগে। উনি ভাবচেন বুঝি—যেমন হস্তী-শিকারিগণ একটা হস্তিনী ছেড়ে দিয়ে দশ পাঁচটা হাতী ধরে আনে, কাছাড়-রাজও বুঝি তাই কর্‌বেন।

শশি। না, না, তা নয়। সত্য সত্যই কি স্ত্রীলোকে যুদ্ধ কর্‌বে, না স্ত্রীলোকের নামমাত্র, তাই ভাব্‌চি।

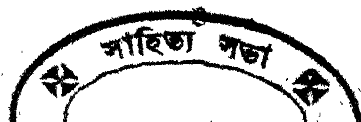
দূত। না তা নয়। আমি নিশ্চয়ই জেনে এসেছি।

শিব। তাই যদিই হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?

শশি। না, ক্ষতি আর কি? আমিও মনে করেছিলেম কাছাড়রাজের এখন আর সে বল নাই, তাঁর দক্ষিণহস্ত আমাদের কারাগারে, এখন কাছাড় ত আমাদেরই হয়েচে। অতএব সেই পরাজিত কাছাড় অধিকার কর্ত্তে অপনাকে যেতে দেব না।—আমিই কাছাড়রাজকে সপরিবারে বন্দী ক'রে এনে আপনাকে উপহার দেব।

শিব। এই ত বীরপুরুষের কথা। আমি এই রাত্রেই সৈন্যগণকে প্রস্তুত করে রাখ্‌বো, তুমি কল্য প্রত্যূষে নগর আক্রমণ কর্ব্বে। আর যদি কোন সন্ধি না হলো তবে সেনাপতি চন্দ্রনাথকে আর এখানে রাখ্‌বার প্রয়োজন কি? আমি বলি, এই রাত্রেই তাঁকে ত্রিপুরায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

শশি। আমার ইচ্ছা কাছাড়রাজকে বন্দী করে একেবারে সকলকে ত্রিপুরার মহারাজের নিকট প্রেরণ কর্ব্বো।



শিব। আচ্ছা, তবে তাই হবে। দূতবর! এস, আমরা এখনি যুদ্ধের আয়োজন করিগে।

[দূতের সঙ্গে প্রস্থান।

শশি। পিতার দুঃখ দেখে কাছাড়-রাজকুমারী যুদ্ধ কর্ত্তে প্রস্তুত হয়েচেন—ধন্য পিতৃভক্তি! বাণেশ্বর! কাছাড়-রাজকুমারীকে আমি সাধারণ স্ত্রীলোক জ্ঞান করি না। তাঁর এই অসাধারণ সাহস দেখে আমি চমৎকৃত হয়েচি।

বাণে। রূপ দেখ্‌লে আরো চমৎকৃত হবেন।

শশি। বাণেশ্বর! তুমি কি জান, রাজকুমারী দেখ্‌তে কেমন?

বাণে। রাজার মেয়ে কখন কি মন্দ হয়ে থাকে?

শশি। তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে আমার বড় কৌতূহল জন্মেচে।

বাণে। আমিও তা বুঝ্‌তে পেরেছি। তা আমি-ত তাঁকে দেখি নাই, বলেন ত সেনাপতি চন্দ্রনাথকে এখানে নিয়ে আসি, তাঁরি নিকট সমুদায় জাস্তে পার্ব্বেন এখন।

শশি। আমিও তাঁর মুখে সমুদায় শুন্‌বো মনে ক'রে আজ তাঁকে ত্রিপুরায় প্রেরণ কর্ত্তে নিষেধ কল্লেম।

বাণে। তা বলুন না, আমি তাঁকে এখানে নিয়ে আসি।

শশি। আচ্ছা যাও, কিন্তু দেখ যেন রক্ষকগণ এখানে না আসে।

বাণে। আচ্ছা আপনি বসুন—আমি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

শশি। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) কাছাড়ের বর্ত্তমান

অবস্থা দেখে আমার এখন সত্য সত্যই দয়া হচ্চে। পিতার দুঃখ দেখে বালিকা কন্যা তাঁর রাজ্য-রক্ষা করবেন ব'লে স্বয়ং যুদ্ধে আস্‌চেন। উঃ! আমরা এম্‌নি নিষ্ঠুর যে তাঁদের এমন অবস্থা দেখেও আবার আহ্লাদ প্রকাশ কচ্চি! দেখি সেনাপতিকে একবার এবিষয় ব'লে দেখ্‌বো, তার পর নিজেই ত যুদ্ধে যাচ্চি সেখানে গিয়ে যাহয় কর্ব্বো। এখন আমার যুদ্ধে গমন কর্ত্তে যেমন ইচ্ছা, যুদ্ধ কর্ত্তে কিন্তু আবার তেম্‌নি অনিচ্ছা হচ্চে। রাজকুমারীকে দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদাই মনে হচ্চে শীঘ্র রাত্রি প্রভাত হোক্—এই যে সেনাপতি চন্দ্রনাথ আস্‌চেন। আহা! এঁর অবস্থা দেখ্‌লেও আমার দুঃখ হয়।

(বাণেশ্বরের সঙ্গে চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

আসুন মহাশয়, এইখানে উপবেশন করুন।

চন্দ্র। সামান্য বন্দীর ন্যায় রক্ষকবেষ্টিত হয়ে আমি এখানে ওখানে গমন কর্ত্তে ভালবাসি না। তোমরা কি মানী ব্যক্তিকে অপমান কর্ত্তে আমোদ বিবেচনা কর?

শশি। মহাশয়, আপনাকে আমি বন্দীভাবে এখানে আনি নাই—বন্ধুভাবে এনেচি। এখানে আপনি বন্দী নন্, আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে কথা কইতেও অনেক সুখানুভব করি, সেই জন্যই আপনাকে এখানে আন্‌লেম। অনুগ্রহ ক'রে কোন অপরাধ গ্রহণ কর্ব্বেন না। বসুন। (উপবেশন।)

চন্দ্র। (উপবেশন করিয়া) আপনার কথাগুলি অতি মধুর। এই এক মাস এখানে বন্দীভাবে আছি এই সময়ের মধ্যে মনে যদি কখন কোন সুখানুভব ক'রে থাকি সে কেবলই আপনার সঙ্গে বাক্যালাপে।

বাণে। আপনারা বসুন—আমার একটু প্রয়োজন আছে, আমি এলেম বলে।

শশি। রক্ষককে সাবধান করে দিও—অন্য কেহ যেন এখানে না আসে।

বাণে। তা বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

শশি। মহাশয়, আপনাদের মহারাজ আবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে প্রস্তুত হচ্চেন—শুনেচেন?

চন্দ্র। আপনার সখা বাণেশ্বরের মুখেই শুন্‌লেম, কাছাড়ে অন্য কেহ সেনাপতির ভার গ্রহণ করেন নাই ব'লে আমাদের রাজকুমারী সত্যবতীই নাকি যুদ্ধ কর্‌বেন স্থির করেচেন। ধন্য, রাজকুমারী ধন্য! সহজে পরাধীনতা স্বীকার করা কাপুরুষের কর্ম্ম।

শশি। যুদ্ধ কল্লে কি তিনি জয়লাভ কর্ত্তে পার্ব্বেন?

চন্দ্র। সে বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

শশি। আচ্ছা আমরা স্বীকার করি—তিনি যুদ্ধে জয়ী হবেন। কিন্তু তাতে তাঁদের ক্ষতি ভিন্ন আর আমাদের কি অনিষ্ট হবে? আপনাকে ত তাহলে আর তাঁরা ফিরিয়ে পাবেন না।

চন্দ্র। কি? একজন সামান্য ব্যক্তির জন্য কি স্বদেশের স্বাধীনতা নষ্ট কর্ত্তে হবে? আজ আমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করি, কল্য আমা অপেক্ষা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি আমার পদে অভিষিক্ত হবে, এতে কাছাড়ের কোন ক্ষতিই হবে না।

শশি। তাঁরা আপনার উদ্ধারের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টা কল্লেন না—এতে কি আপনার মনেও কোন কষ্ট হতে পারে না?

চন্দ্র। কষ্ট দূরে থাক্, আমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ কচ্চি, এও আমার পরম সুখের বিষয়। তবে দুঃখের মধ্যে এই যে, বিশ্বাসঘাতকের হস্তে প্রাণ-ত্যাগ হবে।

শশি। উভয়পক্ষে সন্ধিস্থাপন করাই কাছাড়রাজের কর্ত্তব্য ছিল।

চন্দ্র। স্বদেশের স্বাধীনতা নষ্ট ক'রে সন্ধি কর্ত্তে বলেন?

শশি। কেন? স্বাধীনতা নষ্ট কর্ত্তে হবে কেন?

চন্দ্র। মহারাজ ত দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান ক'রে সন্ধি কর্ত্তে স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু আপনাদের সেনাপতির নিতান্ত দুরাশা; তিনি কাছাড় অধীন কর্ত্তে চান। ভগবন্! কাছাড় কি আর বীর প্রসব কর্ব্বে না, যে সে বিশ্বাসঘাতক শিবপ্রসাদকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করে?

শশি। মহাশয়! আমার সম্মুখে ও সকল কথা বল্‌বেন না, আপনি বন্দী তা জানেন?

চন্দ্র। আমাকেও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না, আমি বন্দী, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।

শশি। যন্ত্রণাকেও কি ভয় করেন না?

চন্দ্র। যে মৃত্যুকেও ভয় করে না, সে যন্ত্রণাকেও ভয় করে না, আমি উচিত কথা বল্‌তে কখনই সঙ্কুচিত হই না।

শশি। আমার সম্মুখে আপনি যা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু আমি সেনাপতির অধীন——

চন্দ্র। আপনাদের সেনাপতিকে আপনি ভয় করেন, কিন্তু আমি করি না।

শশি। সে যাক্—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। আপনাদের মহারাজ শুন্‌লেম আপনার দুঃখেই পীড়িত হয়েচেন এবং সেই কারণেই তিনি স্বয়ং যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বেন না, আপনাদের রাজকুমারী যুদ্ধ কর্ব্বেন—একি সত্য ?

চন্দ্র। আমি আপনাদের বন্দী, আপনারা যা বল্‌েন তাই শুনি। এবিষয় আমি বিশেষ জানি না।

শশি। কল্য আমরা সত্য মিথ্যা জান্তে পার্ব্বো।

চন্দ্র। আপনাদের মধ্যে কে যুদ্ধে গমন কর্ব্বেন ?

শশি। স্ত্রীলোকে যুদ্ধ কর্ব্বে শুনে আমি চমৎকৃত হয়েচি, সে স্ত্রীলোক অসাধারণ তার সন্দেহ নাই। সেই নিমিত্ত তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মেছে। আর সেনাপতির অত্যন্ত উগ্র স্বভাব, হঠাৎ লোককে অপমান কর্ত্তে পারেন, তাই স্থির করেচি—আমি নিজেই যাব।

চন্দ্র। (স্বগত) দেখি যদি এঁর দ্বারাই দেশের মঙ্গল সাধন কর্ত্তে পারি। (প্রকাশে) রাজকুমারীর গুণও অসাধারণ, রূপও অসাধারণ।

শশি। আপনাদের রাজকুমারীর বয়স কত ?

চন্দ্র। অষ্টাদশ বৎসর।

শশি। তবে আজও তাঁর বিবাহ হয় নাই কেন ?

চন্দ্র। এই প্রায় চারি বৎসর কাল আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্চে, সকলেই সেই বিষয়ে বিব্রত। মহারাজ এই বিপদে না পড়্‌লে এত দিনে আর তাঁর বিবাহ বাকি থাক্‌তো না।

শশি। মহাশয়! আপনাদের রাজকুমারী দেখ্‌তে কেমন ?

চন্দ্র। মা লক্ষ্মী চঞ্চলারূপ পরিত্যাগ ক'রে স্বয়ং আবার কাছাড়ে অবতীর্ণা।

শশি। যাতে যুদ্ধ না হয় আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

চন্দ্র। আপনাদের সেনাপতির সে ইচ্ছা নয়।

শশি। কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন ক'রে যা হয় স্থির কর্ব্বো। এখানে আপনার ত কোন কষ্ট হচ্চে না?

চন্দ্র। যখন বিশ্বাসঘাতকের হস্তে পতিত হয়েছি, তখন আর কষ্টের বাকি কি? তবে আপনার সঙ্গে বাক্যালাপে অনেক সুখানুভব করি।

শশি। আমি শীঘ্র আপনার উদ্ধারের চেষ্টা কর্ব্বো।

(একজন রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষ। কুমারের জয় হোক্!

শশি। কি সম্বাদ?

রক্ষ। সেনাপতি মহাশয় আপনাকে একবার স্মরণ করেচেন।

শশি। আচ্ছা যাও আমি যাচ্চি।

রক্ষ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শশি। মহাশয়! আপনি তবে এখন আমার সঙ্গে আসুন। (গাত্রোত্থান) মহাশয়ের যদি এখানে কোন কষ্ট হয় তবে আমাকে বল্লে—আমি তা নিবারণ কর্ত্তে বিশেষ সুখানুভব কর্ব্বো। আর দেখুন, আমি এখনি আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো, সেনাপতি কি বলেন শুনে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড় নগরতোরণ, সম্মুখে প্রান্তর—অভ্যন্তরে রাজকুমারীর শিবির।

(মন্ত্রী শম্ভুনাথ ও একজন দূত দণ্ডায়মান।)

মন্ত্রী। মহারাজ রাজকুমারীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে এক দণ্ডও স্থির হতে পাচ্চেন না। এখনো যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তত্রাচ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লোক পাঠাচ্চেন, আর স্বয়ং একবার অন্তঃপুরে যাচ্চেন আর একবার বাহিরে এসে সম্বাদ নিচ্চেন। এবার অন্য কাহাকেও আর বিশ্বাস হলো না—আমাকেই আস্তে অনুরোধ কল্লেন। আমিও এখানে এসেপর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে দূত পাঠাচ্চি; যুদ্ধ আরম্ভ না দেখে আর নিজে গমন কর্ত্তে পাচ্চি না।

দূত। রাজকুমারীর উৎসাহে সৈন্যগণ সকলেই বিলক্ষণ উৎসাহিত হয়েচে। সেনাপতি অমরনাথেরও এখন আর সে ভাব নাই, তিনিও প্রাণপর্য্যন্ত পণ করেচেন।

মন্ত্রী। দেখুন, অদৃষ্টে কি আছে।

দূত। ভগবান রঘুনাথস্বামীর ভবিষ্যৎবাণী কখনই নিষ্ফল হবে না। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

মন্ত্রী। ঐ বুঝি যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই যে রাজকুমারী এই দিকে আস্‌চেন।

(দূরে গজপৃষ্ঠে রাজকুমারী সত্যবতী, পশ্চাতে অশ্বা-
রোহণে একজন সৈনিক ও কুমার শশিশেখর-
প্রেরিত ত্রিপুরার দূতের প্রবেশ।)

সত্য। (জনান্তিকে ত্রিপুরার দূতের প্রতি) আপনাদের কুমারের বিবাহ হয়েচে?

ত্রিপু-দূত। (জনান্তিকে) আজও তিনি অবিবাহিত। মনোমত পাত্রী না পেলে তিনি বিবাহ কর্‌বেন না। (সকলের নিকটে আগমন।)

মন্ত্রী ও দূত। রাজকুমারীর জয়!

মন্ত্রী। রাজকুমারি! যুদ্ধ আরম্ভ হয়েচে কি?

সত্য। না, আমরাত প্রস্তুত আছি। সেনাপতি অমরনাথ রণবাদ্য বাজিয়ে শত্রুগণকে সমরে আহ্বান কচ্চেন—কিন্তু বিপক্ষগণ এখন যুদ্ধে আগমন কচ্চেন না।

মন্ত্রী। ইনি কে?

ত্রিপু-দূত। আমি কুমার শশিশেখর-প্রেরিত দূত।

মন্ত্রী। আবার দূত কি জন্য? আপনি কি অভিপ্রায়ে এসেচেন?

সত্য। ওঁদের সেনাপতির ইচ্ছা আজ যুদ্ধ বন্ধ থাকে।

মন্ত্রী। কেন? এর কারণ কি?

ত্রিপু-দূত। মহাশয়! আমি এর করণ কিছুই জানি না। তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি যে, কুমার যুদ্ধ কর্‌বার অভিপ্রায়েই সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন কল্লেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি কিছু অসুস্থ হয়ে

শিবিরে প্রত্যাগমন করে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন— তাঁর ইচ্ছা আজকের মতন যুদ্ধ বন্ধ থাকে। এখন আপনাদের কি অভিপ্রায় বলুন।

সত্য। সেনাপতির নিকট এ সম্বাদ প্রেরণ করেচি। তিনি যে প্রকার বল্‌বেন তাই হবে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

মন্ত্রী। বিপক্ষগণ যখন যুদ্ধ কর্ত্তে স্বীকৃত নন, তখন আর কার সঙ্গে যুদ্ধ হবে? কাজেকাজেই যুদ্ধ বন্ধ কর্ত্তে হবে।

সত্য। সৈনিক! তুমিও যাও, শীঘ্র সেনাপতির অভিপ্রায় জেনে এস।

সৈনি। যে আজ্ঞে, রাজকুমারি। (গমনোদ্যম।)

সত্য। এই যে এসেচে। আর তোমাকে যেতে হবে না।

(অন্য দিক্ দিয়া আর একজন অশ্বারোহী সৈনিকের প্রবেশ।)

২য় সৈনি। রাজকুমারীর জয়!

সত্য। সেনাপতির অভিপ্রায় জেনে এলে?

২য় সৈনি। যুদ্ধ বন্ধ কর্ত্তে তাঁর অন্য কোন আপত্তি নাই, কেবল তিনি বলেন এক দিনের জন্য আমরা যুদ্ধ বন্ধ কর্ত্তে পারি না। যদি বন্ধ কর্ত্তে হয় তবে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাক্, তা হলে আমাদেরও অনেক উপকার হবে।

রিপু-দূত। কুমারেরও সে বিষয়ে কোন আপত্তি নাই।

সত্য। সৈনিক! তবে যাও, সেনাপতিকে এ সম্বাদ প্রদান কর গে, আমিও এ স্থান হতে সঙ্কেত কচ্চি।

২য় সৈনি। রাজকুমারীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে প্রস্থান।

ত্রিপু-দূত। অনুমতি হয় ত আমিও কুমারকে এ সম্বাদ প্রদান করি গে।

মন্ত্রী। আসুন।

[ত্রিপুরার দূতের প্রস্থান।

রাজকুমারি! আপনাকে যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে পর্য্যন্ত মহারাজ এক দণ্ডও স্থির হ'তে পাচ্চেন না, মহারাজকে শীঘ্র এ সম্বাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সত্য। একজন দূত পাঠিয়ে দিন্ না।

মন্ত্রী। (দূতের প্রতি) আপনি তবে শীঘ্র মহারাজকে এ সম্বাদ প্রদান করুন গে।

দূত। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

নেপ। (ভেরী শব্দ।)

মন্ত্রী। ঐ যে সেনাপতি মহাশয় যুদ্ধ ভঙ্গ করবার অনুমতি চাচ্চেন। রাজকুমারি! আপনিও এ স্থান হ'তে সঙ্কেত করুন।

সত্য। চলুন না, আমরাও একবার রণস্থলে গমন করি।

মন্ত্রী। চলুন।

নেপ। (ভেরী শব্দ।)

সত্য। (ভেরী বাদন।)

[সকলের প্রস্থান।

নেপ। জয়, রাজকুমারীর জয়! মহারাজ বীরচন্দ্রের জয়!



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



কাছাড়-রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(একটী গৃহে সত্যবতী আসীনা।)

সত্য। (হস্তস্থিত লেখনী ও কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া) দূর হোক্—কিছুই ভাল লাগ্চে না। যত মনে করি ও চিন্তাকে আর মনে আস্তে দেব না, ততই মন আমার সেই চিন্তাতেই মগ্ন হয়। পিতা আমাকে এত আদর কল্লেন, চারি দিকে আমার নাম প্রতিধ্বনিত হচ্চে, কি রাজ-কর্ম্মচারী, কি প্রজাবর্গ, সকলেই আমার নাম ক'রে আহ্লাদ প্রকাশ কচ্চে—কিন্তু আমার এ সকলের কিছুই ভাল লাগ্চে না। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে পর্য্যন্ত আমার মন সেই খানেই পড়ে রয়েচে। কেন মর্তে যুদ্ধ কর্তে গিয়েছিলেম! এই জন্যই কি স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করা সাজে না? তা তিনি ত আমাদের শত্রু, তবে তাঁকে দেখে আমার মন এমন হলো কেন? এ কি মায়া? না হ'লে শত্রুর প্রতি আমার এত অনুরাগ হবে কেন? তাঁকে পুনর্ব্বার দেখ্বার জন্য আমার মন অস্থির হচ্চে। ভাল, তাঁরও কি এ প্রকার আমাকে দেখ্তে ইচ্ছা হচ্চে? না, আমি যে তাঁর শত্রু। তবে আমার এ প্রকার হলো কেন? (অধোবদনে চিন্তা ও গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

বিধি কেন রে আমায়, এত নিরদয়।
অবলা কোমল প্রাণে, আর কত সয়॥

কুসুম করিয়ে বিধি, সৃজিলে রমণী নিধি।
কাল-কীট দিলে তবে, কেন রে তাহায়॥
বৃথা কেন ভাব মন, কেন বৃথা আকিঞ্চন।
নিশার স্বপন কভু সফল কি হয়॥

[অধোমুখে অবস্থান।

(মলয়ার প্রবেশ।)

মল। (স্বগত) অন্তঃপুরের সকল ঘরগুলিই ত খুঁজে এলেম, কোথাও ত সখীকে দেখ্‌তে পেলেম না। (দেখিয়া) এই যে, একাকী এই খানেই বসে রয়েচেন। ঈশ্! এর মধ্যেই রাজনন্দিনীর মুখখানি বিবর্ণ হয়েচে, একমনেই বসে আছেন, মন যতদূর আকৃষ্ট হবার হয়েচে। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি! এখানে একাকী বসে কি চিন্তা কচ্চেন? আজ কোথায় আহ্লাদের দিন, রাজ্যের সকলেই আপনার নাম ক'রে জয় জয়কার কচ্চে, আর আপনি আমাকেও না ব'লে একাকী এখানে এসে বসে রয়েচেন?

সত্য। সখি! আজ আমার শরীরটা কেমন কচ্চে, কিছুই ভাল লাগ্‌চে না, তাই একাকী এই নির্জ্জনে এসে বসে আছি।

মল। আজ এই আহ্লাদের দিন, কোথায় সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বেন, না, একাকী আমাকেও বঞ্চনা ক'রে এখানে এসে ব'সে রয়েচেন? রাজনন্দিনি! আমার কাছেও কি আপনার কিছু গোপনীয় আছে?

সত্য। না সখি; অমন কথা বলো না।

মল। রাজনন্দিনি! কখন ত আপনি আমাকে না ব'লে কোথাও আসেন না, তবে আজ এখানে লুকিয়ে এলেন কেন?

সত্য। প্রিয়সখি! আমার অপরাধ হয়েচে, আমাকে ক্ষমা কর।

মল। (স্বগত) যে অবস্থা দেখ্‌চি তাতে এখন এঁর এ দুরাশা যাতে দূর হয় তাই করাই উচিত। (প্রকাশে) সখি! একটী কথা বল্‌বো—অপরাধ নেবে না ত ?

সত্য। প্রিয় সখি! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন ক'রে যুদ্ধ না ক'রেও আহত হয়ে এসেছি, তুমি এখন পরের মতন কথা ব'লে আমার সেই ক্ষত হৃদয়ে আবার আঘাত কর কেন ?

মল। না, বলি এখন আপনার সে বীরত্ব কোথায় ? আপনার সে স্বদেশানুরাগিতা কোথায় ? সে পিতৃভক্তিই বা কোথায় ? এখন কি আপনি সমুদায়ই বিস্মৃত হ'য়ে একজন সামান্য শত্রুর কথা নিয়ে আপনার মনকে কলুষিত কচ্চেন ?

সত্য। (অপ্রতিভ হইয়া) না সখি, আমি ত এখন আর সে কথা ভাব্‌চি না।

মল। তবে আপনি একাকী এখানে বসে কি কচ্ছিলেন ?

সত্য। সখি! তোমার কাছে বল্‌তে কি, তুমিত সবই জান, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে পর্য্যন্ত আমার মন চিন্তানলে দগ্ধ হচ্চে। সেই জন্য মনে কল্লেম একটু নির্জ্জনে বসে কোন পুস্তকাদি পাঠ ক'রে মনকে শীতল করবো; তাই এখানে এসে একখানি পুস্তক হাতে ক'রে বস্‌লেম্। কিন্তু তাতে কি হবে, কিছুতেই আমার সে কুচিন্তা দূর হলো না। তার্ পর কাগজ কলম হাতে করে একটা রচনা লিখ্‌তে বস্‌লেম; মনে কল্লেম, এতেও যদি আমার চিন্তা দূর হয়। কিন্তু সখি! কিছুতেই আমার সে চিন্তা দূর হয় না; কি লিখ্‌তে কি লিখি, কেবল সেই

চিন্তাই মনে আসে। (সকাতরে) সখি! কিসে আমার এ চিন্তা দূর হবে?

মল। রাজনন্দিনি! যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব সে বস্তুতে আশা করাও অন্যায়।

সত্য। সখি! আমি কি কর্‌বো? মন যে আমার কিছুতেই বোঝে না।

মল। আচ্ছা আপনি তাঁতে আসক্তা হয়েচেন, কিন্তু তিনি আপনাতে অনুরক্ত কি না তা ত আপনি কিছু জান্তে পারেন নাই। তবে——

সত্য। সখি! আমি তা কেমন করে জান্‌বো?

মল। তবে তাঁর জন্য আপনি কেন এত ব্যাকুল হয়েচেন? ভালবাসার পাত্র আছে। আপনি যাঁকে ভালবাসেন তিনি যদি আপনাকে ভাল না বাসেন তবে সে ভালবাসায় আপনারই কষ্ট, আর সে ভালবাসা ভস্মে——

সত্য। সখি! সব জানি, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বোঝে না। তাই——

মল। আচ্ছা আপনাকে দেখে তিনি কি কল্লেন?

সত্য। আমি হস্তীতে আরোহণ ক'রে আমাদের সেনাপতির সঙ্গে সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতে দিতে চারিদিকে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্চি, হঠাৎ বিপক্ষসৈন্যের দিকে চেয়ে দেখি একজন সুন্দর অশ্বারোহী পুরুষ,—সখি! বোধ হয়, ইহজন্মে আর সে রূপ ভুল্‌তে পার্‌বো না,—আমার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রয়েচেন। তার পর আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌বামাত্রই তিনি অন্যদিকে চক্ষু ফিরিয়ে নিলেন। আমি তখন

আমাদের সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কল্লেম "উনি কে?" তিনি বল্লেন "উনিই কুমার শশিশেখর।"

মল। হঠাৎ সেনাপতিকে একথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে তোমার লজ্জা হলো না?

সত্য। সখি! তখন কি আর আমার চেতনা ছিল? তাঁকে দেখে সত্য সত্যই আমার মনের ভাবান্তর হলো। তার পর সেনাপতিকে একথা জিজ্ঞাসা ক'রেই আমার চেতনা হলো, তখন মনে বড় লজ্জা হতে লাগ্‌লো।

মল। তা একথা জিজ্ঞাসা করায় আর দোষ গেল কি? তিনি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারেন নাই।

সত্য। পাছে তিনি আমার মনের ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারেন এই ভয়ে সেই কথা গোপন কর্‌বার জন্য আরো দু পাঁচ জন অশ্বারোহীকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লেম 'ওঁরা কে?' তাতে তিনি বল্লেন 'ওরা সামান্য সৈনিক।'

মল। তার পর কি হলো?

সত্য। তার পর তিনি অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত কল্লেন, অশ্ব তাঁর শিবিরাভিমুখে চলে গেল, আর আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না।

মল। তার পর যুদ্ধ বন্ধ হলো কেন?

সত্য। তার পর আমি অনন্যমনে একাকী সৈন্যগণের পশ্চাতে যথা-ইচ্ছা বেড়িয়ে বেড়াচ্চি এমন সময় এক জন দূত এসে বল্লে যে "আমাদের ত্রিপুরার সেনাপতি কুমার শশিশেখর যুদ্ধ কর্ত্তে এসে বড় অসুস্থ হয়েচেন—তাঁর অনুরোধ আজকের মতন যুদ্ধ বন্ধ থাক্‌।" তার পর আমি আমাদের

সেনাপতির নিকট এই সম্বাদ প্রেরণ ক'রে আমাদের শিবিরে এলেম, সেখানে মন্ত্রীমহাশয়ের আর সেনাপতির অনুমতি নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বন্ধ ক'রে সকলে চ'লে এলেম।

মল। আপনি সে দূতটীকে কিছু জিজ্ঞাসা কল্লেন না কেন?

সত্য। সখি! তুমি সঙ্গে থাকলে সে আশা অনেকাংশে পূর্ণ হতো,—আর কি জিজ্ঞাসা কর্ব্বো তাও তখন মনে এলো না। কেবল জিজ্ঞাসা কল্লেম আপনাদের কুমারের বিবাহ হয়েচে ?

মল। তাতে তিনি কি বল্লেন ?

সত্য। তিনি বল্লেন "না—মনোমত পাত্রী না পেলে কুমার বিবাহ করবেন না।"

মল। তবে বোধ হয় আপনার প্রতি তাঁরও অনুরাগ জন্মে থাক্‌বে। না হলে যুদ্ধ কর্ত্তে এসে———

সত্য। সখি! অনুরাগ হলেই বা কি হবে? কমলিনীর সঙ্গে রোহিণীপতির মিলন যে প্রকার অসম্ভব, আর রজনীর সঙ্গে দিবাকরের মিলন যেপ্রকার বিধি-বিরুদ্ধ, আমার সঙ্গে তাঁরও সেইপ্রকার।

মল। আপনার প্রতি যদি তাঁরও অনুরাগ জন্মে থাকে তবে আবার সমুদায়ই সম্ভব হতে পারবে।

সত্য। সখি! আর ও কথায় প্রয়োজন নাই—প্রমীলা আস্‌চে।

মল। এলই বা তাতে ক্ষতি কি ?

(প্রফুল্লভাবে প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমী। এই যে, দুজনেই এখানে বসে আছ! (সহাস্যে) দেখ্ মলয়া! আমি তোদের একটা শুভ সম্বাদ দিতে এসেছি।

মল। ঈশ্! আজ যে আর আহ্লাদে বাঁচ না দেখ্‌চি। কি শুভ সম্বাদ বল দেখি।

প্রমী। আমাকে তোরা কি দিবি বল?

মল। বলই না ছাই——

প্রমী। আজ আমার সত্য যুদ্ধ জিতে এসেচে ব'লে মহা-রাজের মুখে আর হাঁসি ধরে না—এখন তাঁর আর কোন অসুখ নেই।

সত্য। সে ত ভগবান রঘুনাথস্বামী বলেই গিয়েছিলেন।

প্রমী। মহারাজ এখন বল্‌চেন, যে এই সাত দিনের মধ্যেই আমার সত্যর বিবাহ দিয়ে এক জন সেনাপতি লাভ কর্‌বেন। কাল দেশে দেশে দূত যাবে।

সত্য। আমি তো এখন বিবাহ কর্‌বো না।

প্রমী। মলয়া! মনের মতন হলেও কি সত্য আমার বিবাহ কর্‌বে না?

মল। মনের মতন কি আর সহজে হবে?

প্রমী। হলেও কর্‌বে না? হ্যাঁ সত্য! (দাড়ি ধরে) মনের মতন হলেও কি বিবাহ কর্‌বে না?

সত্য। না, তুই যাঃ——

প্রমী। যাব? আচ্ছা তবে যাই। মলয়া! তোকে ভাই একটা কথা বল্‌বো।

মল। কি বল্‌বে বল।

প্রমী। এখানে বল্‌বো না—সত্য আমাকে তাড়িয়ে দিলে— (গাত্রোত্থান।)

সত্য। আমি বুঝি তোকে সত্য সত্য যেতে বল্লেম?

প্রমী। তবে বস্‌তে বলেচো ? এই বসি—(উপবেশন।)

মল। এখন কি বল্‌বে বল।

প্রমী। দেখ্‌ ত্রিপুরার কুমার আজ আবার মহারাজের নিকট একজন দূত পাঠিয়েচেন।

মল। কেন ? সন্ধি করবার জন্য ?

প্রমী। না, সন্ধি নয় (কাণে কাণে) বিবাহ।

মল। দূর।

সত্য। কি জন্যে দূত এসেছে প্রমীলা ?

প্রমী। কি জন্যে তা কি আর আমাকে বলে পাঠিয়েচেন ?

সত্য। সে দূত কোথায় ?

প্রমী। মহারাজের নিকট—রাজসভায়।

সত্য। (স্বগত) আবার দূত কি জন্যে এলো ? তবে কি আমারই জন্যে ? যাই, লুকিয়ে লুকিয়ে সম্বাদ লই গে। (প্রকাশে) সখি ! তোমরা বস আমি আস্‌চি।

মল। আমিও যাব ?

সত্য। না, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

মল। দূতের নাম শুনে সখি আমার আরো অস্থির হয়েচেন।

প্রমী। এদিকে তৃষ্ণার জলও এগিয়ে আস্‌চে।

মল। সে কি ?

প্রমী। ত্রিপুরার যে দূত এসেচে তার হাতে আমাদের সেনাপতি মহাশয় আমাকে একখানি পত্র পাঠিয়েচেন।

মল। আমাদের সেনাপতি ?

প্রমী। হ্যাঁ, সেনাপতি চন্দ্রনাথ।

মল। কৈ? কি পত্র দেখি।

প্রমী। রাজকুমারীকে এখন একথা বলা হবে না। এই দেখ (পত্র প্রদান।)

মল। (পত্রগ্রহণ ও পাঠ)

"অখণ্ড প্রভুভক্তা প্রমীলা!

অদ্য এক মাস গত হইল আমি বিপক্ষের কারাগারে বন্দী-ভাবে রহিয়াছি। আমার কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত নহি। কুমার শশিশেখর হইতে আমার সে কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। উভয়পক্ষে মিত্রতা ভিন্ন আমার আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজকুমারী যুদ্ধে আসিয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সৎপতি লাভ করুন। এক্ষণে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব মানস করি-য়াছি—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকুমারীর কি স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে? হইয়া থাকে তাহাতে মঙ্গল হইবে। অধিক কিছু লিখিলাম না। দূত যাইতেছে—তোমাদের মঙ্গল সম্বাদ পাইলেই পরম সুখী হইব, ইতি।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

সেনাপতি চন্দ্রনাথ।"

অল্প কথাতেই সেনাপতি মহাশয় মনের কথা ব্যক্ত করেচেন।

প্রমী। একথা স্পষ্ট ক'রে লেখাও উচিত নয়।

মল। এখন তুমিও সংক্ষেপে কিছু লিখে দেও।

প্রমী। চল দূতের কাছে অগ্রে ভাল ক'রে সমুদায় শুনে আসি—তারপর দুজনে বসে লিখ্‌ব।

মল। আমি পূর্ব্বেই বলেছি রাজকুমারীর অপাত্রে অনুরাগ জন্মায় নাই।

প্রমী। এখন চল আমরাও গোপনে গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-প্রান্তর, কুমার শশিশেখরের শিবির।

(শশিশেখর ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্র। যখন আপনি, আমি এবং বাণেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই এ বিষয়ের কিছুই জানে না, তখন আর প্রকাশ হবার ভয় কি?

শশি। অন্য কাহাকেও আমার বিশ্বাস হলো না বলে, বাণেশ্বরকেই দূত ক'রে পাঠালেম। কিন্তু এখন যদি বাণেশ্বর আমাদের অভিলষিত উত্তর আন্‌তে পারে তবে আমি প্রকাশ হ'লেও কাহাকে ভয় করবো না।

চন্দ্র। সে বিষয়ের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যে ভাবে মহারাজকে পত্র লিখেচি—তাতে মহারাজ কখনই অসম্মত হবেন না। আর এমন সদ্‌গুণবিশিষ্ট বীরপুরুষকে কন্যাদান কর্ত্তে কার অনিচ্ছা? তাতে আবার তিনি এই সমূহ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাবেন। এতে নিশ্চয়ই তিনি অন্য মত কর্ব্বেন না।—আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

শশি। কিন্তু আপনাদের রাজকুমারীর মনের ভাব জান্‌তে

না পেরে হঠাৎ আবার এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি তাঁতে অনুরক্ত হয়েচি, কিন্তু তিনি আমাতে অনুরক্তা কি না তাতো আমি জানি না।

চন্দ্র। পরিচারিকা প্রমীলাকে যে পত্র লিখেচি তাতে এ বিষয়েরও যথার্থ প্রত্যুত্তর পাওয়া যাবে। আবার তাও বলি—স্ত্রীলোক অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ পায় না। আপনি তাঁতে অনুরক্ত হয়েচেন এবং তাঁকে প্রাপ্ত হবার জন্যও বিলক্ষণ ব্যাকুল হয়েচেন, কিন্তু তিনি আপনাতে অনুরক্তা হলেও এ বিষয় কাহাকেও প্রকাশ কর্‌তে পার্ব্বেন না। তবে ভাবগতিকে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই সকলে জান্‌তে পারে। স্ত্রীলোকের মনোগত ভাব জান্‌তে পারা সুকঠিন।

শশি। আমি যাঁর জন্য স্বদেশবাৎসল্যও পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত, যাঁর জন্য আমি আত্মীয় স্বজনবর্গের সম্বন্ধরজ্জু ছেদন কর্‌তেও উদ্যত. তিনি যদি আমার প্রতি অনুরক্তা না হন তবে আমাদের সকল মন্ত্রণাই বিফল হবে। (নম্রমুখে অবস্থান।)

চন্দ্র। তবেই ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণবদনে অবস্থান।)

(প্রফুল্লভাবে বাণেশ্বরের প্রবেশ।)

বাণে। (স্বগত) এই যে দুজনেই এখানে বসে আছেন। ঈশ্! দুজনকেই যে গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন দেখ্‌চি। সহসা এ সুসম্বাদ প্রদান করা হবে না—একটু রঙ্গ দেখা যাক্। (কম্পিত বিমর্ষভাবে প্রকাশে) কুমারের জয় হোক্।

শশি। (সচকিতে) কেও? বাণেশ্বর। এস, এস। তবে সম্বাদ কি বল দেখি?

চন্দ্র। সুসম্বাদ ত?

বাণে। আর·সুসম্বাদ! আমিত বলেই ছিলেম—এ কেবল—

শশি। আঁ্যা! কি হয়েচে? তবে কি আমাদের আশা পূর্ণ হবার নয়?

বাণে। সে ত আমি অগ্রেই বলেছিলেম।

চন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা দুরদৃষ্ট! (অধোবদন।)

শশি। হা বিধাত! শক্রুর নিকটেও মনের ভাব প্রকাশ ক'রে অপদস্থ হতে হলো? (অধোবদন।)

বাণে। (হাস্যবদনে) কেন? অপদস্থ হবেন কেন? আমি কি বল্লেম যে তাঁরা এ বিষয়ে অসম্মত?

চন্দ্র। আমি ত বলেইছিলেম যে মহারাজ কখনই আমাদের প্রস্তাবে অসম্মত হবেন না।

বাণে। সম্মত হয়েচেন তাই বা কেমন করে জান্‌লেন?

শশি। বাণেশ্বর! যাও, আর আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না, আমি সব বুঝেছি।

বাণে। কি বুঝ্‌লেন? আপনি যে কথায় কথায় নিরাশ হচ্চেন দেখ্‌চি। তা এই দেখুন্‌, মহারাজ এই পত্র দিয়েচেন দেখুন, এ দেখ্‌লেও কি আপনাদের বিশ্বাস হবে না?

শশি। বাণেশ্বর! এতও জান?

চন্দ্র। এখনো কি মহাশয় রহস্যের সময় আছে!

শশি। কৈ, কি উত্তর এনেচ দেখি।

বাণে। এই দেখুন (লিপি প্রদান।)

চন্দ্র। একটু চেঁচিয়ে পড়ুন।

শশি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

" মহাবল পরাক্রমশালী ধীমান সেনাপতি

চন্দ্রনাথ সমীপেষু ।—

তোমার লিপি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। অস্মদাদির প্রতীতি হইয়াছিল যে তুমি ত্রিপুরার শিবিরে সামান্য বন্দীর ন্যায়ই আছ। কিন্তু তোমার লিপি প্রাপ্তে আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। তোমার বন্দী হওয়া নিবন্ধন কাছাড়ের সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে প্রখর প্রতাপসহ হঠাৎ মেঘাবৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি সে মেঘ অপনয়নের উপায় তুমিই উদ্ভাবন করিয়াছ। তোমার ন্যায় সদ্বিবেচক স্বদেশহিতৈষী যে পথে গমন করিতে পরামর্শ দিবে সে পথে গমন করিতে কার অনিচ্ছা? স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ দূরে থাক্, প্রাণাধিকা রাজকুমারীকেও অসৎপাত্রে প্রদান করিতে পারি, তা তোমার অখণ্ডনীয় প্রস্তাব ত প্রকৃত সৎ-প্রস্তাব। সে প্রস্তাব আমার হৃদয়ের আদরণীয়। যাই হোক তোমার "শুভাকাঙ্ক্ষীর" সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় শীঘ্র স্থির করিও, কারণ "শুভস্য শীঘ্রং"। আমি আজই সকল বিষয়ে প্রস্তুত আছি। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

রাজ শ্রীবীরচন্দ্র।"

কৈ অন্য পত্রের উত্তর আন নাই?

বাণে। তবে গেলেম কি জন্য?

শশি। কৈ দেখি।

বাণে। এই নেন (লিপি প্রদান।)

শশি। (লিপি গ্রহণ ও পাঠ।)

"সেনাপতি মহাশয় পূজ্যবরেষু।—

নবীনা কামিনী যুদ্ধে করিয়া গমন,
বিনাযুদ্ধে রণক্ষেত্রে হয়েচে পতন।
বিপক্ষের সেনাপতি রমণী-ঘাতক,
ধরি শর লক্ষ্য করি কামিনী-মস্তক,
মেরেছে সুতীক্ষ্ণ বাণ অবলা বালায়,
কাতর হয়েচে বালা সে বাণ-জ্বালায়।
লজ্জাশীলা কুমুদিনী—আনন্দ আনন
অধীরা বিষন্নমুখী হয়েচে এখন।
বিস্তর লেগেছে তাঁর অন্তরে আঘাত,
সুন্দর শরীর কান্তি হইয়াছে পাত।
আশার অতীত আশা আরোগ্য বিধান,
ভেবে ভেবে আমরাও হয়েছি অজ্ঞান।
যদি কিছু জানা থাকে ঔষধি ইহার,
কৃপা করি পাঠাইলে হবে উপকার।
গুণবতী সত্যবতী পাইলে জীবন,
দাসী তব চিরকাল সেবিবে চরণ॥

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী প্রমীলা।"

চন্দ্র। (সহাস্যে) তবে আর কি? দেখুন আশাতীত সম্বাদ পাওয়া গেল, এখন কি করা কর্ত্তব্য স্থির করুন।

শশি। কবিতাটী অতি সুন্দর হয়েচে। মনের ভাব যত-দূর সম্ভব প্রকাশ হয়েচে। উত্তম রচনা।

রাগে। এখন আপনার অভিলষিত উত্তর হয়েচে কিনা বলুন।

শশি। (চন্দ্রনাথের প্রতি) আপনাদের প্রমীলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

চন্দ্র। স্ত্রীলোকটী অতি চতুরা। রাজান্তঃপুরের যথার্থই উপযুক্তা। ইনিই রাজ-কুমারী সত্যবতীর পালয়িত্রী।

শশি। লিপিখানি আর একবার পড়তে ইচ্ছা হচ্চে।

বাণে। তা হবেই ত।

চন্দ্র। মহাশয়! এখন কি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

শশি। আপনার অভিপ্রায় কি?

চন্দ্র। আমার মতে অদ্য রাত্রেই কাছাড়ে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। মহারাজ যে প্রতিক্ষণেই আমাদের আগমন প্রতীক্ষা কচ্চেন এই লিপিই তার প্রমাণ। আমি বলি এইরাত্রেই যাত্রার উদ্যোগ করুন।

শশি। আমি বলি হঠাৎ সেখানে না গিয়ে আপনাদের মহারাজ যে দিবস উত্তম বিবেচনা করবেন সেই দিবস একেবারে আমরা সসৈন্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

চন্দ্র। বিবাহের উত্তম দিন বল্‌চেন?

শশি। না হলে পূর্ব্বহতে সেখানে গিয়ে অবস্থান করা অপেক্ষা আমার মতে সেই দিবসই যাওয়া সৎপরামর্শ।

বাণে। কেন? পূর্ব্বে যাওয়াইত ভাল।

চন্দ্র। পূর্ব্বে গেলে সম্মানের কোন প্রকার ত্রুটি হবে না।

শশি। না, সে জন্য নয়। (সহাস্যে) আপনাকে পেয়ে যদি কাছাড়রাজ স্বকার্য্যোদ্ধার হলো বিবেচনা ক'রে আমার বিষয় সমুদায়ই ভুলে যান। আর সত্য সত্য তাও নয়, এই কয়েক দিনের মধ্যে বাণেশ্বর ত্রিপুরায় গমন ক'রে ওঁর পরিবারগণকে

কাছাড়ে নিয়ে আস্‌বেন—আঁমাকে যখন কাছাড়েই থাক্‌তে হবে তখন বাণেশ্বরকেও সপরিবারে কাছাড়ের অধিবাসী হতে হবে। আরো বিবাহের পূর্ব্বে সেখানে অবস্থান কল্লে আমাদের সেনাপতিও নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন কর্‌বেন, ক্রমে তাঁর কৌশলে ভবিষ্যতে আমাদের অনিষ্টোৎপাদন হতে পারে; সেই জন্যই বল্‌চি পূর্ব্বে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়।

চন্দ্র। এখানে থাক্‌লেও ত তাঁর কৌশলে আমাদের শুভকর্ম্মে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

শশি। যখন আপনি, আমি এবং বাণেশ্বর ভিন্ন অন্য-কেহই এ বিষয়ের বাষ্পও জানে না, তখন আর সে জন্য ভয় করেন কেন? আমাদের গমন করবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কেহ আমাদের অভিসন্ধি জান্‌তে পার্ব্বে না। তজ্জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চন্দ্র। তবে আপনি সসৈন্যে কি প্রকারে সেখানে গমন কর্‌বেন?

শশি। তার জন্য স্বতন্ত্র কৌশলও অবলম্বন কর্ব্বো স্থির করেচি।

চন্দ্র। কি কৌশল অবলম্বন কর্‌বেন জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে। যদি এখন প্রকাশ করলে কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা না থাকে তবে বল্‌লে বিস্তর অনুগৃহীত হয়েচি বিবেচনা কর্‌ব।

শশি। আপনার সঙ্গে মিলন হয়ে পর্য্যন্ত আমার মনের দ্বার আপনিই উদ্ঘাটিত হয়েচে, আপনাকে মনের কথা বল্‌তেও অনেক সুখানুভব করি। মৃগয়ায় গমন কর্‌বার ছল ক'রে আমি আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে কাছাড়ে নিয়ে যাব

স্থির করেচি। তাহলে সেনাপতি আমার অভিসন্ধির বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পার্ব্বেন না, অথচ আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হবে।

চন্দ্র। সৈন্যগণ তাতে স্বীকার হবে?

শশি। সেনাপতির চক্ষের অন্তরাল হ'লে আমি তাদের যা বল্‌বো তারা তখনি তাই কর্‌বে। কখনই দ্বিরুক্তি কর্‌বে না।

চন্দ্র। তবে মহারাজের নিকট পুনরায় গুপ্ত দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাহলে তিনি দিন স্থির ক'রে পত্র লিখ্‌বেন, আর আমরা সেই স্থিরীকৃত দিনের প্রত্যূষে কাছাড়ে উপস্থিত হব।

শশি। চলুন, এখনি আপনি একখানি পত্র লিখুন। বাণেশ্বর! তোমাকেই আবার একটু পরিশ্রম স্বীকার ক'রে কাছাড়ে গমন কর্‌তে হবে—তারপর এখানে এসে ত্রিপুরায় পরিবার আন্‌তে গমন করো।

বাণে। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো—আছেইত। আপনার কি? আমার লাভের মধ্যে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল।

শশি। তোমাকে সোণার পাদুকা প্রস্তুত করে দেব।

বাণে। কথার পাদুকাতেই যেতে পথ পাইনে—আবার সোণার?

চন্দ্র। চলুন, রাত্রিও অধিক হয়েচে—পত্র লেখা যাকগে।

শশি। সপ্তাহের মধ্যেই যে দিবস উত্তম হবে সেই দিনই স্থির কর্‌তে লিখ্‌বেন। বিলম্বে বিস্তর বিড়ম্বনা। (গাত্রোত্থান।)

চন্দ্র। তা আপনাকে বল্‌তে হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-রাজসভা।

(কতিপয় সভাসদ ও নাগরিক যথাস্থানে আসীন।)

প্র, নাগ। মহারাজ আজ যে এত প্রত্যূষে রাজসভায় আস্‌চেন এর কারণ কি?

দ্বি, নাগ। কেমন করে জান্‌বো?—কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুন্‌লেম যে কোন বিশেষ কারণবশতঃ আজ অতি প্রত্যূষে মহারাজ রাজসভায় আস্‌বেন, আর সেই উপলক্ষে নগরে মহোৎসব হবে। এই শুনেই আমি এক প্রহর রাত্রি থাক্‌তে মুখ হাত ধুয়ে এখানে এলেম, বোধ হয় এর ভিতরে কোন গূঢ় কারণ থাক্‌বে।

প্র, নাগ। কারণ না থাক্‌লে কি আর এত উৎসব। চারি দিকেই মহা কোলাহল, অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহণ ক'রে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়াদৌড়ি কচ্চে, আর অসংখ্য সৈন্যপুঞ্জ কাছাড়ের নগরতোরণ হ'তে রাজবাটী পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নগরকে এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করেচে।

তৃ, নাগ। মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসে খুব নাম কিনেচেন—তাই এত ধূমধাম হচ্চে।

প্র, নাগ। বড় লোকের কাণ্ডই বড়। তোমাদের আমাদের মতন লোক দুদিন টোলে পড়্‌লে, মস্ত বিদ্বান হয়ে উঠ্‌লো.

আর টোলে থেকে বেরিয়েই অথবা টোলে থাক্‌তে থাক্‌তেই হোক দুচারখান যেমন তেমন গ্রন্থ লিখে মস্ত গ্রন্থকর্ত্তা হয়ে পড়্‌লো। আর কেউ জান্‌তে পারুক আর নাই পারুক, ভালই হোক আর মন্দই হোক, গ্রন্থকর্ত্তা মনে মনে সিদ্ধান্ত ক'রে ব'স্‌লেন যে আমি খুব নাম কিনে বসেছি। এ রাজা রাজড়ার কাণ্ডই আলাদা।

তৃ, নাগ। আমরা অত শত বুঝিনে। প্রাতঃকালে উঠে শুন্‌লেম আজ রাজসভায় মহা সমারোহ, তাই ভাবলেম বলি প্রাতঃকালে রাজদর্শনও হবে, আর কি জন্যই বা এত ধূমধাম তাও জানা হবে, এই জন্যেই তাড়াতাড়ি সকল কর্ম্ম ফেলে এখানে এলেম।

চ, নাগ। আমাদের গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস যে মহা-রাজ এই গত যুদ্ধের ব্যয় পূরণার্থে একটী নূতন করের সৃষ্টি করবেন। যিনি কর দিতে হুঁ হাঁ করবেন তাঁকে এই সকল সৈন্য দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে কেটে জন্মের মতন নাগা পর্ব্বতে বনবাস দেওয়া হবে—তাই এত সৈন্য খাড়া হয়েচে। এই ভয়ে আমা-দের গ্রামের কেহই এখানে এলেন না।

দ্বি, নাগ। আপনি এলেন কোন ভরসায়?

চ, নাগ। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, আমরা কি আর রাজাকে কর দেব? বরং উল্‌টে কিছু দক্ষিণা নিয়ে আজ্ ঘরে যাব।

(নেপথ্যে নহবত বাদ্য।)

দ্বি, নাগ। ঐ বুঝি মহারাজ অন্তঃপুর হতে বেরিয়েচেন।

প্র, সভা। দৌবারিক!

নেপ। ধর্ম্মাবতার।

প্র, সভা। সভাস্থ সকলকে সতর্ক করে দেও, মহারাজ রাজসভায় আসচেন, সকলে অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হোক।

নেপ। যে আজ্ঞে।

নেপ। (উচ্চৈঃস্বরে) সাবধান, মহাবল পরাক্রমশালী মহারাজাধিরাজ কাছাড়াধিপতি বীরচন্দ্র যাঁহার বীরত্বের তুলনা নাই, তিনি রাজসভায় গমন করিতেছেন, সকলে সাবধান।

দ্বি, নাগ। শুন্‌লেন ত, সকলে সাবধান হোন্।

নেপ। জয়, মহারাজের জয়!

(রাজা, মন্ত্রী, অমরনাথ ও কতিপয়
সভাসদের প্রবেশ।)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) জয়, মহারাজ বীরচন্দ্রের জয়!

রাজা। (সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) সকলে যথাস্থানে উপবেশন কর। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! এখনও বোধ হয় অভিলষিত ব্যক্তিগণের আসিবার কাল উত্তীর্ণ হয় নাই?

মন্ত্রী। যে প্রকার কথাবার্ত্তা আছে তাতে আমরা এখনও নিরাশ হতে পারি না।

রাজা। অমর! যদি বিধাতা প্রসন্ন হন তবে আজ আমাদের আনন্দের সীমা থাক্‌বে না। বিশ্বাসঘাতক ত্রিপুরার সেনাপতির বর্ত্তমানে যে আমরা সেনাপতি চন্দ্রনাথকে পুনরায় দেখ্‌তে পাব, এমন আশাও করি নাই। কিন্তু আজ যদি বিধাতা প্রসন্ন হন তবে আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হবে।

প্র, সভা। বিধাতা অবশ্যই আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন।

রাজা। তোমাদের আশা সুফলপ্রসবিনী হোক।

অম। (স্বগত) আজ সকলেরই আনন্দ, কেবল হত-ভাগার অন্তরেই দাবদাহ হচ্চে—হোক, এ অগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হতে দেব না। এত ক'রেও মনোরথ সফল হলো না? শত্রু হয়েও পরম মিত্র হলো? চিরকালের সুখ আজ নির্ম্মূল হচ্চে—হোক—অপরকে সহজে এখন উপভোগ কর্ত্তে দেব না। যে আমার চিরবাঞ্ছিত ধন অপহরণ কল্লে, যে আমার আশালতা সমূলে উৎপাটন কল্লে আমিও তার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে যত্নবান হ'ব। মুখে আত্মীয়তা দেখাই, কিন্তু আজ হতে আমার অন্তরে বিষ-বৃক্ষের রোপণ হলো।

মন্ত্রী। মহারাজ! অনুমতি হয় ত আমরা সিংহদ্বারে আগন্তুকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিগে। এখানে থাকলে যদি ইত্যবসরে তাঁরা দ্বারদেশে উপস্থিত হন, তবে তাঁদের সম্মানের বিলক্ষণ ত্রুটি হবে। মহারাজের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে অধীন সিংহদ্বারে গমন কর্‌বে।

রাজা। মন্ত্রীবর! আগন্তুক মহোদয়ের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত যা যা প্রয়োজন বোধ হয় তার কিছুরই ত্রুটি হয় নাই? অমর! এখন সমুদায় প্রস্তুত হয়েচে ত?

অম। মহারাজ! যা যা আজ্ঞা করেচেন সমুদায়ই প্রস্তুত হয়েচে, সিংহদ্বার হ'তে রাজতোরণ পর্য্যন্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে এক হস্ত অন্তর এক এক জন সশস্ত্র সৈনিক স্থাপন করা হয়েচে, আগন্তুকের শরীর রক্ষার জন্য দুই শত অশ্বারোহী বাদ্যকর সমভিব্যহারে সিংহদ্বারে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কচ্চে, অধীন সাধ্যমত আয়োজনের ত্রুটি করে নাই।

রাজা। আমিও তোমার উপর ভারার্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত আছি। মন্ত্রীবর! তবে তোমরা যাও, আর এখানে বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য—সেনাপতি মহাশয় চলুন।

অম। (স্বগত) সকলেরই কথা আমার বজ্রতুল্য বোধ হচ্চে, প্রত্যেকের এক একটী বাক্য আমার অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন শেল স্বরূপ বিদ্ধ হচ্চে; হোক, সমুদায়ই সহ্য কর্ত্তে হবে। এখন যাই, এই প্রাতঃকাল, নরাধমের মুখাবলোকন কর্ত্তেই হবে।

[মন্ত্রীর সঙ্গে প্রস্থান।

প্র, সভা। মহারাজ! প্রজাবর্গ সকলেই অদ্যকার উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসু হচ্চে।

রাজা। বিজয়! লোকে পুত্রের কামনাতেই বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়। কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তবে তার কামনা পূর্ণ হবার সুখ দূরে থাক্ কষ্টের সীমা থাকে না। আমরাও অনেক যত্নে মানসক্ষেত্রে আশালতা রোপণ করেচি, কিন্তু পরে যদি সেই আশা বন্ধ্যা নারীর ন্যায় নিষ্ফলপ্রদ হয় তবে যে আমাদের মনে কত কষ্ট হবে তা বল্‌তে পারিনা। আরো যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয় তবে লোকে আমাদের সেই আশার কথা শুন্‌লেও পরে আমাদিগকে নিতান্ত অবিবেচক বিবেচনা কর্ব্বে। এই নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য এ বিষয় গোপন করাই কর্ত্তব্য। পরে যদি আশা ফলবতী হয় তবে উৎসবের কারণ কারো অবিদিত থাক্‌বে না, বরং সকলেই

আনন্দিত হবেন। এখন এই মাত্র বলি—সেনাপতি চন্দ্রনাথের আজ মুক্তি লাভের সম্ভাবনা, এবং সেই জন্যই এত উৎসব হচ্চে। এখন আর অধিক বল্‌বার কিছু আবশ্যক নাই। তবে বিধাতা প্রসন্ন হন রাজ্যের মঙ্গল হবে।

প্র, নাগ। (১ম সভাসদের প্রতি) কেহ কেহ বল্‌চেন ত্রিপুরার সেনাপতি সন্ধি কর্‌বার জন্য আজ রাজসভায় আগমন কর্কেন। কেহ বলেন রাজকুমারীর বিবাহের জন্য দেশে দেশে দূত গেছে, তাই তারই একটা যা হোক স্থির হবে। কেহ বলেন গত যুদ্ধের ব্যয় পূরণার্থে মহারাজ একটী নূতন করের সৃষ্টি কর্‌বেন তাই এই সভার অধিবেশন হয়েচে।

প্র, সভা। জনরবের সহস্র মুখ ও দিগন্তব্যাপী ধ্বনি, কিন্তু এই সহস্র মুখের কোনটীতেই প্রায় প্রকৃত কথা প্রকাশ পায় না। (নেপথ্যে বাদ্য ও দুন্দুভি ধ্বনি।)

প্র, নাগ। ঐ বুঝি আগন্তুকগণ সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েচেন, ঐ যে বাদ্যকরগণ আনন্দে জয়বাদ্য কচ্চে।

রাজা। বিজয়! তবে বুঝি বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েচেন, আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সেনাপতি চন্দ্রনাথকে আজ আমরা পুনরায় দেখ্‌তে পাব।

প্র, সভা। ঐ যে একজন অশ্বারোহী সৈনিক পতাকা হস্তে রাজসভায় প্রবেশ কচ্চে। এর নিকট কোন সমাচার অপ্রকাশ থাকুবে না।

(সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনি। মহারাজের জয় হোক!

রাজা। সৈনিক! কি সম্বাদ?

সৈনি। মহারাজ! সেনাপতি চন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমার শশিশেখর অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যহারে সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েচেন, মন্ত্রী মহাশয় রাজসম্মুখে এই সম্বাদ প্রেরণ করেচেন।

রাজা। আচ্ছা যাও, তোমরা যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক তাঁদের রাজসভায় নিয়ে এস।

সৈনি। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। সভাসদগণ এবং প্রজাবর্গ! আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই, পাছে আমাদের আশা পূর্ণ না হয় এই ভয়ে এতক্ষণ আমরা অদ্যকার উৎসবের কথা প্রকাশ করি নাই, এখন আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়েচে। কাছাড়বাসিগণের মধ্যে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে গত যুদ্ধে বিপক্ষ-সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমাদের সেনাপতি চন্দ্রনাথকে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেনাপতি চন্দ্রনাথ ত্রিপুরার শিবিরে বন্দীভাবে ছিলেন বটে, কিন্তু তথাকার সহকারী সেনাপতি ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতুষ্পুত্র দয়াবান ন্যায়পরায়ণ কুমার শশিশেখর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে চন্দ্রনাথকে আপনার ভ্রাতার ন্যায় যত্ন কর্ত্তেন। চন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমার শশিশেখরের মিত্রতা হয়েচে। সম্প্রতি কুমার শশিশেখর রাজকুমারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে তাঁর পাণিগ্রহণ লালসায় গোপনে গোপনে আমার নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। সেনাপতি চন্দ্রনাথ কুমারকে বিশেষ সদ্‌গুণশালী দেখে আমাকে তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমিও কুমারকে রাজকুমারী সত্য-

বতীর যথার্থ উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা ক'রে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে গোপনে গোপনে বিবাহের সমুদায় উদ্যোগ করেচি। কুললক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়ে কুমার শশিশেখরকে আমার জামাতা রূপে কাছাড়ে আনয়ন করেচেন। আজ শুভক্ষণে কুমারের সঙ্গে সত্যবতীর শুভ বিবাহ প্রদান করে সদ্গুণশালী জামাতা প্রাপ্ত হব, এবং সেই জন্যই এত উৎসবের আয়োজন হয়েচে। আজ কুমার শশিশেখরের অনুগ্রহে সেনাপতি চন্দ্রনাথের মুক্তিলাভ হলো। আমার অনুরোধ আজ কাছাড়ের প্রজাবর্গ সকলেই কুমার শশিশেখরের সম্মানার্থে ও সেনাপতির মুক্তিলাভ হেতু মহোৎসবে মত্ত হোক।

নেপ, দূরে। মহারাজের জয়! কুমার শশিশেখরের জয়!

দ্বি, সভা। এই যে কুমার আগতপ্রায়।

রাজা। সভাস্থ সকলেই কুমারের যথোচিত অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হও।

নেপ। কুমার শশিশেখরের জয়! মহারাজের জয়!

রাজা। বিজয়! যাও, তোমরা অগ্রসর হয়ে কুমারকে সভাগৃহে আনয়ন কর।

সভ্যগণ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

নেপ। কুমার শশিশেখরের জয়।

নেপ। মহারাজাধিরাজ কাছাড়াধিপতি বীরচন্দ্রের জয়!

(চন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমার শশিশেখর, মন্ত্রী, অমরনাথ ও সভাসদগণের প্রবেশ।)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) কুমার শশিশেখরের জয়!

রাজা। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। জগন্মাতা কমলা আমাকে সদ্‌গুণশালী জামাতা প্রদান কল্লেন। (কুমারের হস্ত ধরিয়া) বৎস! এস, আমার নিকটে বস।

শশি। মহারাজের চরণে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

রাজা। বৎস! চিরজীবী ও চিরবিজয়ী হও। আজ কুমারের অনুগ্রহে সেনাপতির মুক্তিলাভ হলো। (আলিঙ্গন।)

চন্দ্র। মহারাজ! দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন। (প্রণাম।)

রাজা। (আলিঙ্গন করিয়া) সেনাপতি! দীর্ঘজীবী হও। আজ আমি পুনরায় সেনাপতি চন্দ্রনাথকে পূর্ব্বপদে অভিষিক্ত কল্লেম।

শশি। আপনারা সকলে উপবেশন করুন।

রাজা। বৎস! এস তুমি আমার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন কর, রাজসভা উজ্জ্বল হোক, আমার আশা পূর্ণ হোক। (সকলের উপবেশন।)

অম। (স্বগত) এতদূর হবে স্বপ্নেও ভাবি নাই, নরাধমকে এক একবার দেখ্‌চি আর নয়ন দগ্ধ হচ্চে। না আর দেখ্‌বো না, এই এক পার্শ্বেই থাকি।

রাজা। মন্ত্রীবর! আর গোপনে প্রয়োজন কি? এখনি বিবাহের সমুদায় উদ্যোগ কর। আজ রাত্রেই শুভবিবাহ সম্পন্ন হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! অন্য সমুদায়ই প্রস্তুত, রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে ব্রাহ্মণ দরিদ্রকে বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ আরম্ভ হবে।

রাজা। মন্ত্রীবর! কাছাড়ের ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, ভিক্ষুক সকলকেই যথোচিত ধন সামগ্রী দান কর্ত্তে আরম্ভ কর, গ্রামে গ্রামে

নগরে নগরে সম্বাদ পাঠাও আজ রাজকুমারীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে বস্ত্রালঙ্কার, ধন, খাদ্যসামগ্রী যে, যে বস্তুর আকাঙ্ক্ষী সে তাই-ই প্রাপ্ত হবে। দেখ কেহই যেন বিমুখ না হয়। তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর্ব্বে তাই কর্ব্বে, আমার আজ্ঞার অপেক্ষা ক'রো না।

প্র, নাগ। মহারাজ দাতাকর্ণের ন্যায় দানশীল, মহারাজের জয় হোক!

রাজা। মন্ত্রীবর! এখন চল কুমারকে উপযুক্ত স্থানে বাসস্থান দিয়ে বিবাহের অন্যান্য বিষয় স্থির করা যাক্ গে। অমর! তোমরা কুমারের সেবায় নিযুক্ত থেকো। দেখ যেন কোন বিষয়েই অঙ্গহীন না হয়। কল্য প্রাতে কুমার শশিশেখরের মনোরঞ্জনার্থ সৈন্যদের যুদ্ধ প্রদর্শন, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রভৃতি প্রদর্শন হবে, তারও সমুদায় আয়োজনের ব্যাঘাত না জন্মে।

অম। যে আজ্ঞা মহারাজ।

মন্ত্রী। কল্য বৈকালে সিংহে ও ব্যাঘ্রে যুদ্ধ হবে। আর অদ্য রাত্রে বাজীপোড়ান হবে তারও আয়োজন হয়েচে।

রাজা। কুমারের মনোরঞ্জনের জন্য যা যা কর্ত্তব্য সমুদায়ই করো, এখন চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। (গাত্রোত্থান।)

অম। (স্বগত) যে আমার চক্ষুশূল তারই সেবায় আবার আমাকে নিযুক্ত হতে হলো। মহারাজের ন্যায় রাজকুমারীও কি শত্রুকে বিশ্বাস ক'রে আপনার হৃদয়ের বিনিময় কর্ব্বেন? যাই, এখনো চেষ্টার ত্রুটি কর্ব্বো না।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে বন্দীর সঙ্গীত।)

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

কিবা শোভা হেরি আজি কাছাড় নগরে।
সর্ব্বত্র উৎসব ময়, শোভা হেরি দ্বারে দ্বারে ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে, উদিলে শশী গগনে।
রাজবালা পাবে আজি, নবীন নাগরে ॥
দরিদ্র ভিখারীগণ, পাবে আশাতীত ধন।
সুখে জয় জয় ধ্বনি, ভাসিবে অম্বরে ॥

(নেপথ্যে নহবত বাদ্য)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-উদ্যান—সরোবরতীরস্থ নিকুঞ্জকানন।

(পরিচারিকা দণ্ডায়মানা, প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমী। ওলো গান্ধারি! তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্?

পরি। মলয়া বল্লে বর কনে দুজনে এখনি বাগানে আস্‌বেন, তাই আমি মালীকে ডেকে এনে এই নিকুঞ্জবনে তাঁদের বস্‌বার জন্যে সিংহাসন প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রমী। বাঃ! দিব্বি সিংহাসন হয়েচে এই যে! এই বুঝি তোর সিংহাসন?

পরি। কেন?

প্রমী। একখানা চৌকির উপরে একটু কাপড় ঢেকে দিলেই বুঝি সিংহাসন হলো?

পরি। ওখানি বুঝি সামান্য চৌকি ঠাওরালে?

প্রমী। তবে কি?

পরি। ওখানি যে সোণার চৌকি। ওর উপরে আবার কেমন আসনখানি দিয়েচি দেখেচ ত? ওখানি রাজকন্যের নিজের হাতে বোনা।

প্রমী। বলিস্ কি লো গান্ধারি?

পরি। বাঃ! আমি কি তামাসা কচ্চি নাকি?

প্রমী। না, না, দিব্যি সিংহাসন হয়েচে। তা ওতে বস্‌বে কে?

পরি। কেন? বর আর কনে।

প্রমী। আর তুই বস্‌বি কোথায়?

পরি। কেন? বরের কোলে।

প্রমী। সত্য আসুক আমি বলে দিচ্চি।

পরি। না দিদি, তোমার পায়ে পড়্‌চি ব'লো না, তুমি তামাসা বোঝ না? আমি যে তামাসা কচ্ছিলেম।

প্রমী। আর তামাসা। আমি তোর মনের কথা সব বুঝ্‌তে পেরেচি।

পরি। না দিদি, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি, আমি কি তা বল্‌তে পারি?

প্রমী। তা বল্‌লেই বা—তাতে আর দোষ কি? তোর ত আর বয়েস্ অধিক হয় নি যে কোলে বস্‌বার সাধ হবে না?

পরি। তবে কি তোমারও হয়েচে?

প্রমী। দূরপোড়াকপালী।

পরি। কেন? তুমি কি আমার চেয়েও বড়?

প্রম। আমার যে জামাই। আর সকলকে ফেলে তোকে আগে কোলে তুলে নেবে। তোর মুখ দেখ্‌লে কি আর কারো মুখ মনে ধর্‌বে?

পরি। বয়েস্ হ'লে করে কি?
আমি কি বুড় হয়েচি?
আমি বুড়ী, বয়েসে বুড়ী,
দেখ্‌তে ষোল বছরের ছুঁড়ী।

প্রমী। তোর মুখখানি দেখ্‌লে ঠিক্ সেই রকমই দেখায়।

পরি। তবু আজ কাজের তাড়াতাড়িতে আমি তেল মাখ্‌তে পাই নে—

প্রমী। কেন? সমস্ত দিন কি কল্লি?

পরি। কি কল্লুম? তা ত বল্‌বেই। তুমি দেখ্‌তে পাবে কেন? তুমি ত নিজের রূপ, নিজের বেশভূষো নিয়েই পাগল—

প্রমী। আর তুই বুঝি পরের জন্যেই পাগল?

পরি। না? সকালবেলা উঠ্‌লুম—উঠে শুনি না "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে" ওমা যাব কোথা? রাজার মেয়ের বে, কোথায় এক মাস্ থাক্‌তে ঢাক ঢোল বাজ্‌বে, না ঘুমে থেকে উঠে শুনি "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে!" বে বলে এক দিন ভাল ক'রে খেতেও পেলেম না, একখানা ভাল কাপড় চোপড়ও প'র্‌তে পেলেম না। আমরা হ'লে কি এমন বে কর্‌তুম? রাজকন্যেকে কত বল্‌লুম, তা বাঁদীর কথা শুন্‌বেন কেন? হেঁসে উড়িয়ে দিলেন। মহিষী থাক্‌লে কি আর এমন বে হ'তে দিতুম? জুতোর মালা গলায় দিয়ে অমন বরকে বিদেয় ক'রে দিতুম।

প্রমী। অমন কথা বলিস্‌নে? সত্য রাগ্ ক'র্‌বে।

পরি। রাগ কর্‌বেন—উনি কি একটা হেঁজী পেঁজী লোকের মেয়ে গা যে কেবল আইবুড় নাম ঘুচান? কত লোকে কত নিন্দে কর্‌তে লাগ্‌লো, আমি কি তা সইতে পারি? আজ মঙ্গলের দিন, তা নইলে বেটীদের ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দিতুম।

প্রমী। বের আগে ঘটা হলো না, বের পরে হবে।

পরি। আমাদের রাজকন্যের সবই উল্টো উল্টো।

প্রমী। কেন?

পরি। বের আগে ঘটা না হয়ে বের পরে ঘটা হবে। বে হলো, কোথায় বর কনে বাসরঘরে যাবে, না বর কনে বাগান বেড়াতে আস্‌চেন। সব উল্‌টো উল্‌টো।

প্রমী। বাগানে আস্‌চেন কেন তা জানিস্‌নে বুঝি?

পরি। কেমন ক'রে জান্‌বো? আমি কি জিজ্ঞাসা কল্লে রাজকন্যে কোন কথা বলে? হেঁসে উড়িয়ে দেয়।

প্রমী। আজ যে বাগানে বাজী পোড়ান হবে।

পরি। ও মা! তাই এই রাত্রে বাগানে আস্‌চেন? আমি তা ত জানি নে। তা হ'লে যে আমার বন্‌ঝিকে সঙ্গে করে আন্‌তুম গা। আহা! এই সব দেখ্‌তে তার বড় সাধ। তা এখন তাঁরা সব কোথায়?

প্রমী। সত্য বরের হাত ধ'রে বাগানে যত ভাল ভাল দেখ্‌বার জিনিষ আছে তাই বর্‌কে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

পরি। আর মলয়া?

প্রমী। সেও সঙ্গে আছে।

(নেপথ্যে সখীদের সঙ্গীত।)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

চল সখী যাই সবে নিকুঞ্জ কানন।
সেখানে হেরিব সুখে যুগল মিলন॥
রাধা শ্যাম সম্মিলনে, আলো হবে উপবনে।
সুন্দর যুগল রূপে, জুড়াবে নয়ন॥
রাধারে বসায়ে বামে, দক্ষিণে বসাব শ্যামে।
নাচিব সখীরা সবে, হরষিত মনে॥
মন সুখে রাসকেলী, করিব সকলে মেলি।
সখীর অধরে হাঁসি, হেরিব তখন॥

প্রমী। এই যে, বর কনে হাত ধরাধরি ক'রে এই দিকে আস্‌চে।

পরি। বাঃ বাঃ দিব্বি দেখাচ্চে। যেন কেষ্টঠাকুরের বামে রাধারাণী দাঁড়িয়েচেন।

প্রমী। কেন? বর কি কাল তা তুই কেষ্টঠাকুর বল্‌চিস্?

পরি। তা নয়, এই উকমা দিচ্চি।

(মলয়ার সঙ্গে সত্যবতী ও শশিশেখরের প্রবেশ।)

শশি। এই যে ইনি এইখানে দাঁড়িয়ে রয়েচেন।

প্রমী। এস, আমরা এই তোমাদের আস্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এইখানে বস।

শশি। একা ব'স্‌বো? (উপবেশন।)

মল। একা ব'স্‌বে কেন? এই যে, যে বস্‌বার সে এই ব'স্‌চে। (সত্যবতীকে ধরিয়া বামে বসান।) এইবার কেমন দেখাচ্চে প্রমীলা?

প্রমী। যেমন দেখান উচিত।

শশি। (মলয়ার প্রতি) আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না?

মল। আর কি স্থান আছে?

সত্য। কেন? ঐ যে বিছানা পাড়া আছে, বসনা সখি।

মল। কাছে বস বল্‌তে বুঝি ভরসা হয় না?

সত্য। এখানে আর ধ'র্‌বে কেন?

মল। উঠ্‌লে ধরে।

সত্য। ধ'রে রেখেচে যে উঠ্‌বো কেমন করে?

প্রমী। মলয়া! তোমরা বস আমি আস্‌চি, আয় লো গান্ধারি, কত বাজী এসেচে দেখ্‌বি আয়।

পরি। কেন? তোমার বুঝি একা যেতে ভয় কচ্চে?

[প্রমীলার সঙ্গে প্রস্থান।

শশি। সখি! আপনি সম্মুখে বসুন, ভাল ক'রে আপনাকে দেখি।

মল। যাঁকে দেখ্‌বার এই আমার সেই সখীকে ভাল ক'রে দেখুন না।

শশি। যাঁকে অন্তরের ভিতরে রেখেচি তাঁকে কি আর দেখা যায়?

সত্য। (শশিশেখরের হস্ত ধরিয়া) তুমি যে বল্‌ছিলে, তোমার সখা সপরিবারে আমাদের কাছাড়ে আস্‌বেন, তা কই এলেন না?

শশি। আজই আস্‌বার কথা ছিল, কেন যে আস্‌তে পাল্লেন না তা ত বল্‌তে পাল্লেম না। যে দিন আমাদের বিবা-

হের দিন স্থির হ'লো সেই দিনই তিনি ত্রিপুরায় যাত্রা করেচেন। তাঁর জন্য আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়েচে।

সত্য। কেন?

শশি। তিনি আমার বাল্য সখা, আবার তাঁরই যত্নে আর পরিশ্রমে আমাদের আশা পূর্ণ হয়েচে। আমার ভয় হচ্চে পাছে পথে কোন বিপদ ঘটে থাকে।

সত্য। তবে কেন তাঁর জন্যে কালই ত্রিপুরায় একজন লোক পাঠাও না?

শশি। কাকে পাঠাব?

মল। কাছাড়ে এত লোক আছে, আর লোক মিল্‌বে না।

শশি। যাই হোক শীঘ্র সম্বাদ না আন্‌লে আর আমার মন সুস্থ হবে না।

সত্য। কাল আমি বাবাকে ব'লে তাঁর সম্বাদ আনাব।

শশি। সেনাপতি মহাশয়ও তাঁর জন্য বড় উদ্বিগ্ন হয়েচেন।

মল। কোন্‌ সেনাপতি? (সত্যবতীকে দেখাইয়া) আমাদের এই সেনাপতি?

শশি। এখন কি আর উনি সেনাপতি আছেন? এখন আবার আর একজন সেনাপতির পতি হয়েচে।

মল। ভাগ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, আর আমাদের সেনাপতি মহাশয়ও ভাগ্যে বন্দী হয়েছিলেন, তাই আমরা এই যুদ্ধের কল্যাণে এমন মনের মতন সোণারচাঁদ বর পেয়েচি।

সত্য। তোমার মনের মতন, না আমার মনের মতন?

মল। সকলেরই মনের মতন।

শশি। কেন? আমি কি সকলেরই বর?

মল। হাঁ, আপনি সকলেরই বর। আপনি বর, বর, বর।

সত্য। তুই যে বর বর ক'রে পাগল ক'রে তুল্লি।

মল। বরকে বর্ব্বর ব'ল্‌তে দোষ কি?

শশি। বর ব'ল্‌লে ক্ষতি কি? গালাগালি দিলেই দোষ।

মল। গায়ে লাগে নাকি?

শশি। মধুও কি গায়ে দিলে লাগে না?

সত্য। সখি! তুমি আর বর বর ক'রোনা। বিয়ের আগেই বর ভাল শোনায়, এখনও কি বর?

মল। তবে কি ব'ল্‌বো?

সত্য। কেন? শশিশেখর।

মল। নাম ধর্ত্তে বাঁধ বাঁধ করে।

শশি। যার বাঁধা উচিত সে পারে আর আপনি পারেন না?

মল। যার বাঁধে না তার আদবেই বাঁধে না। আর যার বাঁধে তার আগাগোড়াই বাঁধে।

শশি। যাতে না বাঁধে তাই করা উচিত।

মল। সেটা অভ্যাসের কাজ।

সত্য। কেন? আমি ত অভ্যাস করি নাই।

মল। করনি? রাত্রি দিন যে ঘরে বসে "শশিশেখর" "শশিশেখর" ক'রে পাগল হয়েছিলে, সে কথা বুঝি এখন আর মনে নাই? উনি আবার কত গান বেঁধেছিলেন।

শশি। আপনি একটা গান না শুনি।

মল। আমি কি আপনার গুরু ঠাক্‌রুণ?

শশি। কেন?

মল। তবে আপনি আপনি কচ্চেন কেন?

শশি। আপনিও ত কচ্চেন ?

মল। তুমি ব'ল্‌চো বলে আমিও ব'ল্‌চি।

শশি। আচ্ছা আর ব'ল্‌বো না, এখন একটী গান গাও।

সত্য। এই বাগানেই বাসর হ'লো না কি ?

শশি। তাতে আর দোষ কি ?

মল। তবে তুমি অগ্রে একটী গান গাও, আমি তার উত্তর দিচ্চি। (নেপথ্যে বোমার শব্দ।)

সত্য। আর গাইতে হবেনা, ওদিকে বাজী পোড়ান আরম্ভ হয়েচে।

মল। সখি! চল আমরা ছাদে যাই, সেইখান থেকে বাজী পোড়ান দেখ্‌ব।

সত্য। সেখানে কিন্তু আর কাকেও যেতে দেবনা, কেবল আমরা তিন জনে থাক্‌বো।

মল। কেন ? দুজনেই না হয় থেকো। আমি না হয় ঘরের ভিতর থেকে দেখ্‌বো।

সত্য। আমি বুঝি তার জন্যে বল্‌চি ? বড় গোলমাল হবে তাই।

মল। তবে চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।



ত্রিপুরা-রাজধানী।—রাজপ্রাসাদস্থ মন্ত্রণাগৃহ।

(রাজা প্রতাপচন্দ্র বিমর্ষভাবে আসীন, একপার্শ্বে মন্ত্রী হরিনারায়ণ দণ্ডায়মান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি এত উতলা হ'লে রাজকার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হবে?

রাজা। বল কি মন্ত্রি? আপনার শোণিত, আপনার পরিবার, প্রিয়তম ভ্রাতা পুণ্যাত্মা সুপ্রসাদের পুত্র হ'য়ে তার এই কর্ম্ম? এত দিন আমি সুকোমল কমলমালা ভ্রমে বিষাক্ত আশীবিষের মালা যত্ন ক'রে গলায় ধারণ করেছিলেম। মন্ত্রি, তখন যদি জান্‌তেম যে সেই মালাই আমার কালস্বরূপ হবে, তবে কি আমি তাকে আপনার জীবনাপেক্ষাও যত্ন কর্‌তেম? না তাকে আপনার পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন কর্ত্তেম? হায় রে কলিকাল, একালে পুত্রও আপনার নয়। মহাত্মা সুপ্রসাদের ঔরসে এমন নরাধম কুলাঙ্গারের জন্ম হবে, স্বপ্নেও একবার আমার মনে হয় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! যা হয়ে গেছে তার জন্য আর বৃথা মনকে কষ্ট দিলে কি হবে? এই ছয় মাস হ'লো কুমার শশিশেখর বিপক্ষের——

রাজা। মন্ত্রি! আমার সম্মুখে আর সে নরাধম কুলাঙ্গারের নামে 'কুমার' শব্দ প্রয়োগ ক'রোনা। নরাধম কুলাঙ্গারের

নাম পর্য্যন্ত শুন্‌লে আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হতে থাকে। উঃ! কুলাঙ্গারের নাম-আমার অন্তরের বিকার!

মন্ত্রী। মহারাজ! যে পর্য্যন্ত তিনি বিপক্ষের আশ্রয় লয়েচেন, সেই পর্য্যন্তই মহারাজ একবারও রাজসভায় গমন করেন নাই, অধীন রাজ্যের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করে আস্‌চে, কিন্তু এক্ষণে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শন-লালসায় আগ্রহ সহকারে রাজসভায় মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌চে। মহারাজ একবার রাজসভায় গমন কল্লে সকলেই পরম সুখী হবে, আরো অধীনের পক্ষে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই অধীনের নিতান্ত ইচ্ছা যে মহারাজ আজ একবার রাজ-সভায় পদার্পণ করেন।

রাজা। মন্ত্রি! আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেচি যে যত-দিন পর্য্যন্ত সেই দুরাচারের পাপের কোন প্রতিফল দিতে না পার্‌বো, ততদিন আর আমি রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বো না, আর রাজকার্য্যও দেখ্‌বো না। এখন সিংহাসন আমার উপযুক্ত নয়। যে সিংহাসনে উপবেশন ক'রে আমি শত শত শত্রু নিপাত করেচি, যে সিংহাসনে ব'সে আমি অসংখ্য বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ আজ্ঞা প্রদান করেচি, সেই আমি একটা সামান্য শত্রুকে—সামান্য বিদ্রোহীকে দমন কর্‌তে না পেরে আবার সেই সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বো? না, কখনই আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

মন্ত্রী। (স্বগত) তবেই ত বিষম বিভ্রাট দেখ্‌চি।

রাজা। মন্ত্রি! বস, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ। (উপবেশন।) নরনাথ! তবে বাগেশ্বর সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য? মহারাজের অনুমতি ভিন্ন তাঁর দোষাদোষ বিচার ক'র্‌তে অধীনের ভরসা হয় না।

রাজা। কেন?

মন্ত্রী। রাজ্যের অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাগেশ্বরের পক্ষ সমর্থন ক'চ্চেন, তাঁদের মতে বাগেশ্বর নির্দ্দোষী। কিন্তু মহারাজের এবং সেনাপতি মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাগেশ্বর কুমারের গুপ্ত অভিসন্ধি জ্ঞানিয়াও সেনাপতির গোচর করেন নাই। এই জন্য——

রাজা। মন্ত্রিবর! তোমার মুখে একথা শুন্‌বো মনে করি নাই। আজও কি তোমাকে বিচার বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে?

মন্ত্রী। না, সে জন্য নয়। মহারাজকে রাজসভায় নিয়ে যেতে পার্‌লে—

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাতকে লিপ্ত ক'র্‌তে চাও?

মন্ত্রী। না, তা নয়। মহারাজের প্রতিজ্ঞা সফল না হ'লে কি মহারাজ নিতান্তই রাজসভায় গমন কর্ব্বেন না? এই ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যে যে প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েচে তাতে আর অধিক দিন মহারাজ রাজসভায় গমন না কর্‌লে আরো অনেক বিপদ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা।

রাজা। কেন? কি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো?

মন্ত্রী। মহারাজের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ আমার উপর রাজ্যভার অর্পিত হয়েচে দেখে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ

ক'রে থাকেন। সেই জন্য বল্‌চি, পরে আরো নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'লেও হ'তে পারে।

রাজা। তুমি কি সেই জন্য আমার নিকট অভিযোগ ক'র্‌চ?

মন্ত্রী। না, অভিযোগ নয়। মহারাজ রাজসভায় গমন করলে আর তাঁদের সে বিরক্তিভাব থাক্‌বে না।

রাজা। মন্ত্রি! এ বিপদসাগরের কূল দেখ্‌তে না পেলে আর আমি রাজসভায় গমন কর্‌বো না। রাজসিংহাসন এখন আমার পক্ষে অপরাধীর শূলদণ্ড। এমন যে রাজ-কিরীট, এও আমার শিরে অগ্নিময় বোধ হচ্চে। হায়! হায়! মহাত্মা নরসিংহের বংশে যে এমন কাপুরুষ কুলাঙ্গারের জন্ম হবে তা আমি একবার স্বপ্নেও মনে করি নাই। সূতিকাগারেই এ রাক্ষসের প্রাণ বধ করা উচিত ছিল।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষ। মহারাজের জয় হোক!

রাজা। কি সম্বাদ মহাদেব?

রক্ষ। মহারাজ, সেনাপতি মহাশয় দ্বারে উপস্থিত, মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হলে তিনি রাজসম্মুখে আগমন কর্ব্বেন।

রাজা। যাও, বলগে আসিবার কোন বাধা নাই।

রক্ষ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

(সেনাপতি শিবপ্রসাদের প্রবেশ।)

শিব। মহারাজের জয়!

রাজা। এস, শিবপ্রসাদ বস।

শিব। মহারাজ কি আজ রাজসভায় গমন কর্‌বেন ?

রাজা। শিবপ্রসাদ, যত দিন পর্য্যন্ত কুলাঙ্গার শশি-শেখরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিতে না পাচ্চি, ততদিন আর আমি রাজসভায় গমন কর্ব্বো না প্রতিজ্ঞা করেচি। এখন শিবপ্রসাদ, যাতে আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয় তার কোন সদু-পায় বল দেখি।

শিব। আজ্ঞা, আমি কি বল্‌বো? মহারাজের অথবা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার জীবন পর্য্যন্ত প্রদান কর্‌তে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। যে পর্য্যন্ত শিবপ্রসাদের শরীরের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ না হবে, ততক্ষণ মহারাজের সুখসাধনে বা আজ্ঞাপালনে সে কখনই বিমুখ হ'বে না, এ শিবপ্রসাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

রাজা। শিবপ্রসাদ, তোমার এম্‌নি গুণই বটে। তোমাকে ধন্য! তুমিই আমার বল, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। জগদীশ্বর তোমাকে চিরায়ু করুন।

শিব। মহারাজ যদি অনুমতি করেন, তাহলে না হয় আর একবার দেখি, বিধাতা কার অদৃষ্টে কি লিখেচেন।

রাজা। তা হলে কি হবে ?

শিব। মহারাজের আশীর্ব্বাদে এদাস কখনই যুদ্ধে পরাস্ত হয় নাই। যখন বলক্ষয় হয়েচে তখন শিবপ্রসাদ কৌশলেও শত্রুকে বশ করেচে। মহারাজ আজ্ঞা করুন এদাস এখনি শশিশেখরের সঙ্গে কাছাড়রাজকে সপরিবারে বন্দী ক'রে মহারাজের শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান কর্ব্বে।

রাজা। বীরবর! তোমার তেজঃপূর্ণ বাক্যই তোমার

বীরত্বের পরিচয় দিচ্চে। তোমার অন্তঃকরণ অতীব উচ্চ, কিন্তু তোমার সাহস অসমসাহসিকের ন্যায়। নরাধম বিশ্বাস-ঘাতক অর্দ্ধেক সৈন্য শেষ ক'রে আমাদের সে আশা একেবারে নির্ম্মূল করেচে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নরাধম যদি সৈন্যগণকে রেখে একাকী গমন ক'র্‌ত তা হ'লে আমাদের কিসের ভাবনা ?

শিব। আজ্ঞা সে কথা যথার্থ বটে, তত্রাচ——

মন্ত্রী। মহারাজ! অন্য এক উপায় অবলম্বন কল্লে হয় না ?

রাজা। কি উপায় বল, মন্ত্রি।

মন্ত্রী। আমি ভাব্‌চি, যদি মহারাজ তাতে অসম্মত হন।

রাজা। কেন ? এমন কি উপায় যে তাতে অসম্মত হব ?

মন্ত্রী। যাই হোক, তিনি মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না—

রাজা। মন্ত্রি! ও কথা আর বলোনা। স্বহস্তে কুলাঙ্গারের শিরশ্ছেদ কর্‌লেও বোধ হয় আমার যন্ত্রণার লাঘব হবে না। কি উপায় বল, আমি এখনি তাতে প্রস্তুত আছি।

মন্ত্রী। আমি বলি মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখা যাক্ যে "প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি বিবাহের ছলে কাছাড়াধিপতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করেচ। কিন্তু এক্ষণে কি তুমি এক জন সামান্য কামিনীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে আমার সমুদায় কথা ভুলে গেলে ? ছয় মাস অতীত হলো অদ্যাপি তুমি কাছাড়রাজকে নিহত ক'রে তাঁর ছিন্ন মস্তক আমার নিকট প্রেরণ কর্‌তে পার্‌লে না। বোধ হয় সুযোগাভাবেই আমার আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে পার নাই, নচেৎ আমি নিশ্চয় জানি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাকিবে না।" ইত্যাদি প্রকারে

একখানি পত্র লিখে একটী চতুর অথচ বিশ্বাসী দূতের হস্তে সেই পত্রখানি কাছাড়ে প্রেরণ করা যাক। দূত সেই পত্রখানি কৌশলক্রমে শশিশেখরের হস্তে না দিয়ে যাতে কাছাড়রাজের হস্তে পতিত হয় এপ্রকার কর্‌লেই আমাদের আশা পূর্ণ হবে, অন্য কোন উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে না।

শিব। এ অতি সৎপরামর্শ।

রাজা। রোগের উপযুক্ত ঔষধ বটে। ধন্য মন্ত্রী! তোমার ন্যায় সুমন্ত্রণাপ্রদ যার মন্ত্রী আছে, তার বিপদ কখনই অধিক দিন স্থায়ী হবে না। মন্ত্রি! তবে আজই কাছাড়ে দূত প্রেরণ কর। ইহা অপেক্ষা আর সদুপায় কি হবে? তুমি যাও, রাজদূত লক্ষ্মীনারায়ণকে এখনি এখানে আনয়ন কর। আর দেখ ঐ প্রকারে একখানি পত্র লিখে শীঘ্র আমার সম্মুখে নিয়ে এস, এখনি এ পত্র কাছাড়ে প্রেরণ কর্ব্বো। যাও, আর বিলম্ব করো না। এই পত্রই কুলাঙ্গারের যমদূত স্বরূপ হবে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ, এদাস এখনি আস্‌বে।

[প্রস্থান।

রাজা। দেখ শিবপ্রসাদ, কুলাঙ্গার কাছাড়ে গমন ক'রে আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড অনল জ্বালিয়া দিয়েচে, নরাধমের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল না হলে এ অগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হবে না।

শিব। মন্ত্রীমহাশয় যেপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করেচেন, তাতে নিশ্চয়ই আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। মন্ত্রীমহাশয় অতি বিচক্ষণ।

রাজা। হরিনারায়ণ আমার মন্ত্রী বৃহস্পতি। যত দিন চিরবিজয়ী কার্ত্তিকের সদৃশ বীর্য্যবান শিবপ্রসাদ আর বিচক্ষণ

বৃহস্পতি সদৃশ মন্ত্রী হরিনারায়ণ জীবিত আছে ততদিন ত্রিপু-রার রাজকুললক্ষ্মীও অচলা।

শিব। পূর্ব্বে যদি এ দাস মহারাজের ভ্রাতষ্পুত্রের দুষ্ট অভিসন্ধির লেশ মাত্রও জানতে পারত, তা হলে কখনই এদুর্ঘটনা ঘটতে পারত না।

রাজা। নরপ্রেত বাণেশ্বরই আমার সর্ব্বনাশ করেচে—নরাধমের আজই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করবো। নরাধম তার গুপ্ত অভিসন্ধি জেনেও তোমাকে জানায় নাই। যে কুলাঙ্গার শশিশেখরের হিতার্থী সে শীঘ্রই ত্রিপুরাধিপতির কোপদৃষ্টিতে ভস্মসাৎ হবে।

শিব। নরাধমের প্রাণদণ্ড হলেও তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয় না।

রাজা। লোকে দেখুক, যে ত্রিপুরাধিপতির অমঙ্গলকর ব্যাপারে লিপ্ত থাকবে তারই এই দুর্দ্দশা হবে।

শিব। বাণেশ্বরের পরিবারগণের কি হবে?

রাজা। তারা অবলা—তাদের দোষ কি? তারা রাজান্তঃ-পুরেই আছে এবং সেইখানেই থাকবে। একের দোষে অন্যের দণ্ড, তায় আবার পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের, এ হিন্দুরাজ নামের কলঙ্ক।

শিব। কৃতঘ্ন সপরিবারে মাতুলালয়ে গমন করবার ছল ক'রে কাছাড়ে পলায়ন কচ্ছিল—কৃতঘ্ন পামর এমনি বিশ্বাস-ঘাতক!

রাজা। দুই বিশ্বাসঘাতক একত্র হয়েছিল—এখন একের প্রাণদণ্ড হবে—অপরের ভাগ্যে কি আছে বলতে পারি না।

(দেখিয়া) এই যে মন্ত্রী আস্‌চে। মন্ত্রি! তোমারই কৌশলে শত্রুদ্বারা শত্রু নিপাত হবে। তুমি ধন্য! আজ তোমাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান কর্‌ব।

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! এই পত্র লেখা হয়েচে দেখুন।

শিব। কৈ, দূত কোথায়?

মন্ত্রী। এখনি আস্‌বেন। তাঁকে একেবারে সসজ্জ হয়ে আস্‌তে বলে এলেম।

রাজা। মন্ত্রীবর! পত্রে আমার মোহর দেওয়া হয়েচে।

মন্ত্রী। সমুদায়ই হয়েচে।

রাজা। কৈ একবার পড় দেখি শুনি——

মন্ত্রী। (পত্র পাঠ।)

"প্রিয়তম কুমার শশিশেখর!

তুমি বিবাহের ছলে কাছাড়াধিপতির সহিত মিলিত হইয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু তোমার তথায় গমন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য অদ্যাপি সফল হইল না। তুমি কি এক জন সামান্য কামিনীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া আমার প্রতি ভক্তি এবং তোমার সেই সেই শপথ সমুদায়ই একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলে? ছয় মাস অতীত হইল অদ্যাপি তুমি কাছাড়রাজের ছিন্নমস্তক আমাকে উপহার প্রদান করিতে পারিলে না। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! তোমার চরিত্র আমি যতদূর জানি তাহাতে তুমি কখনই এ বিষয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবে না। বোধ হয় সুযোগাভাবেই তুমি

কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যাই হ'ক্ আর অধিক বিলম্ব না করিয়া সত্বরেই কার্য্যসাধন পূর্ব্বক ত্রিপুরায় উপস্থিত হইও। তোমাকে অধিক লেখা বাহুল্য।

তোমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
রাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র।"

রাজা। বেশ হয়েচে, এখনি এ পত্র কাছাড়ে প্রেরণ কর।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হ'ক্।

রাজা। এস দূতবর, এস। দেখ, এই পত্রখানি লয়ে তুমি এখনি কাছাড়ে গমন কর। এখানি শশিশেখরের নামে লিখ্লেম—কিন্তু দেখ তুমি এ পত্রখানি তার হস্তে না দিয়ে, যাতে কাছাড়রাজের বা তাঁহার মন্ত্রীর হস্তে পতিত হয় তাই কর্‌বে। দেখো যেন কোন ক্রমেই শশিশেখরের হস্তে না পড়ে।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। দেখ, এ পত্রখানি যে আমি কাছাড়-রাজকে প্রেরণ কর্‌চি এ বিষয় যেন কেহ সন্দেহ কর্‌তেও না পারে। তাঁরা যেন মনে করেন যে পত্রখানি সত্য সত্যই শশিশেখরকে লেখা হয়েচে, দৈবক্রমে সে পত্র ধরা প'ড়ে তাঁদের হস্তে পতিত হয়েচে।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ, অধিক বল্‌তে হবে না, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সমুদায়ই জ্ঞাত হয়েচি।

রাজা। দেখ, শশিশেখর যেন এ পত্রের লেশমাত্রও জান্‌তে না পারে।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। তুমি কর্ম্ম সম্পন্ন ক'রে আমাকে সন্তুষ্ট কর, আমি তোমাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান কর্‌ব।

মন্ত্রী। দেখ্‌বেন কোনক্রমেই যেন আমাদের অভিসন্ধি কেহ জান্‌তে না পারে, তা হলে অগ্রেই আপনার বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা।

দূত। যে আজ্ঞা, অধিক বল্‌তে হবে না, এখন তবে বিদায় হই।

রাজা। হাঁ, চল মন্ত্রি, আমরাও রাজসভায় যাই। আজ আমি স্বয়ং বাণেশ্বরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান কর্‌বো। (গাত্রোত্থান।)

মন্ত্রী। (সকলের গাত্রোত্থান) আজ্ঞা চলুন, রাজসভায় সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌চে।

রাজা। দেখ দূতবর! এখনি তুমি কাছাড়ে যাত্রা কর। আর দেখ, কোন সূত্রেই যেন আমাদের একথা প্রকাশ না হয়।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়-রাজপথ—দুই পার্শ্বে বন।

(যষ্টিহস্তে দুই জন দস্যুর প্রবেশ।)

প্র, দ। যেখানেই যাক্ না কেন—আমাদের হাত আর ছাড়াতে পার্‌বে না। যে দিকেই যাক্—এখানে আস্‌তেই হবে। আয় রে ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই।

দ্বি, দ। আজ সমস্ত দিনটাই বৃথায় গেচে, এখন কি আর শিকার হাতে এলে ছেড়ে দেব? এই ঝোঁকেই যা হয় ক'রে আজকের রোজ পুষিয়ে নিতে হবে।

প্র, দ। (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ আস্‌চে রে—আয় আমরা এই মওড়ায় দাঁড়াই।

[উভয়ের অন্তরালে অবস্থান।

(ত্রিপুরার দূতের প্রবেশ।)

দূত। সন্ধ্যা ত প্রায় হ'লো, এখন যাই কোথায়? যখন নগরে প্রবেশ করেচি তখন আর বাসা করে থাক্‌বো না। কোন ভদ্রলোকের গৃহে সামান্য ব্রাহ্মণের বেশে আতিথ্য স্বীকারং করি গে, তা হ'লে কষ্টেরও লাঘব হবে আর অর্থও বেঁচে যাবে। তা এখন যাই কোথায়? মেঘ ও অন্ধকার ক্রমে বৃদ্ধি হচ্চে—বড় অধিক দূরও যাব না। নিকটেই যেখানে হ'ক থেকে রাত্রি যাপন করিগে। কাছাড়রাজমন্ত্রীর

আলয় যদি অধিক দূরে না হয় তবে সেইখানেই যাব, সেখানে রাত্রি যাপন করে প্রত্যূষে পত্রখানি তাঁর গৃহে ফেলে রেখে অন্যত্রে গমন কর্‌বো, তার পর কিছু পরে আবার তাঁর বাটী গিয়ে পত্রখানির অন্বেষণ কর্‌লেই সেখানি তাঁর হস্তে পড়ে কি না জান্‌তে পার্‌বো—যে প্রকারে হোক তা হ'লে পত্রখানি তাঁর হস্তে যাবেই যাবে, আর তা হলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। যাই, সেইখানেই যাই। ঐ না এক জন কে দাঁড়িয়ে রয়েচে? তা ভালই ত ওঁকেই কেন জিজ্ঞাসা করি না?

[প্রস্থান।

নেপ। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রে বাপ্‌ রে গেলুম রে—মেরে ফেল্লে গো!

নেপ। মার, মার। মাথায় এক ঘা——

(গড়াইতে গড়াইতে দূতের পুনঃ প্রবেশ।)

দূত। ও রে তোরা আমার ধরম্ বাপ্। আমায় প্রাণে মারিস্‌ নে—আমার যা আছে—তোরা সব——

(দস্যুগণের পুনঃপ্রবেশ ও প্রহার।)

(উচ্চৈঃস্বরে) ও রে বাপ্ রে—কে আছ দেখ গো—মেরে ফেল্লে—খুন কল্লে——

দ্বি, দ। আবার চেঁচাস্—(প্রহার) ডাক তোর বাবাকে।

দূত। (পতন ও মৃত্যু।)

নেপ। কেও ধর, ধর। ডাকাত, খুন কল্লে। ধর, ধর্।

প্র, দ। সর্ব্বনাশ! প্রহরী আস্‌চে। চল রে আমরা নিয়ে পালাই। ধর্ না এলো যে।

নেপ। নিয়ে গেল, দৌড়ে আয়। ধর্, ধর্।

দ্বি, দ। আর কায নেই—এসে পড়েচে—পালাই চ——

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

(চারিজন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র, প্র। ঈশ্! একেবারে খুন করে গেছে যে! খল্লু! তুমি যাও, দেখ দস্যুরা কোন্ দিকে যায়,—শীঘ্র যাও।

দ্বি, প্র। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

প্র, প্র। মানু! মৃত ব্যক্তির নিকট কি কি আছে দেখে রাখ। আর (চতুর্থের প্রতি) তুমি শীঘ্র জন কতক শববাহক লয়ে এস, যাও, শীঘ্র এস।

চ, প্র। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তৃ, প্র। মোশায়! এর হাতে কি একখানা পত্র রয়েচে। (পত্র প্রদান।)

প্র, প্র। এ কি? এ যে কুমার শশিশেখরের পত্র! তা এ পত্র তাঁকে কে লিখ্লে? এ আবার কি? উপরে এই যে ত্রিপুরাধিপতির নামাঙ্কিত মোহর রয়েচে, তবে কি কুমারের পিতৃব্যই তাঁকে এ পত্র পাঠিয়েচেন? আর লোকটীকেও একটী সম্ভ্রান্ত দূতবেশী ব'লে বোধ হচ্চে। তা ত্রিপুরার মহারাজ ত আমাদের শত্রু। তিনিই বা কুমারকে পত্র লিখ্বেন কেন? আবার পত্রের উপরে "গোপনীয়" বলেও লেখা রয়েচে। তবে এর অর্থ কি? যাই হোক, মানু! তুমি যাও এ পত্রখানি শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে দিয়ে এস। আর তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন

তবে আমার প্রণাম দিয়ে তাঁকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বলো। আমি এখন এ মৃত শরীর যথাস্থানে লয়ে যাই৷

তৃ, প্র। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(চতুর্থ প্রহরীর সঙ্গে দুই জন শববাহকের প্রবেশ।)

প্র, প্র। তোমরা এটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস।

[শববাহক শব লইয়া প্রহরীর সঙ্গে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাছাড়—রাজার মন্ত্রণাগৃহ।

(রাজা, মন্ত্রী ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

রাজা। মন্ত্রীবর! এমন অসময়ে মন্ত্রণা ভবনে আস্‌বার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে? (সকলের উপবেশন।)

মন্ত্রী। মহারাজ! এই পত্রখানি দেখ্‌লেই সবিশেষ অবগত হবেন।

চন্দ্র। কৈ? কি পত্র দেখি?

মন্ত্রী। এই দেখ (পত্র প্রদান।)

রাজা। কার পত্র মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে এ পত্র ত্রিপুরার মহারাজা আমাদের কুমার শশিশেখরকে লিখেচেন। দৈবক্রমে আমার হস্তে এসেচে।

রাজা। ত্রিপুরাধিপতি কুমারকে পত্র লিখেচেন? কৈ, কি পত্র দেখি।

চন্দ্র। (পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) এ পত্র আপনি কোথায় পেলেন? এও কি সম্ভব! কুমার কখনই বিশ্বাসঘাতক হবেন না।

রাজা। সে কি? কি পত্র মন্ত্রি? বৃত্তান্তটা কি বল না শুনি?

চন্দ্র। আজ্ঞা মহারাজ, এ কথাও কি মুখে আন্‌তে আছে? রাধে মাধব! এও কি সম্ভব?

রাজা। পত্রখানা কি পড়না শুনি?

চন্দ্র। এ পত্রে আমার বিশ্বাস হয় না। এ পত্র আমি পড়্‌তে পার্‌ব না। মহারাজ নিজে দেখুন।

রাজা। কৈ দেখি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) সর্ব্বনাশ্! মন্ত্রি! এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আমি রাজসভা হতে গৃহে যাচ্চি, এমন সময় একজন প্রহরী এসে বল্লে যে বক্রদীঘির নিকটে কতকগুলিন্ দস্যুতে একজন পথিককে হত করেচে, সেই ব্যক্তিরই হস্তে এই পত্রখানি ছিল। প্রহরীস্বামী মধুলাল এখানি আমার নিকট প্রেরণ করেচে। তার পর পত্রখানির শিরোনামা প'ড়ে দেখি যে ত্রিপুরার মহারাজা কুমার শশিশেখরকে এ পত্রখানি লিখেচেন। আবার পত্রের উপরে "গোপনীয় পত্র" লেখা দেখে আমার বড় সন্দেহ হলো, সেই জন্যই পত্রখানি খুলে দেখ্‌লেম। বিধাতার অনুগ্রহে যে পত্রখানি আমাদের হস্তে পড়েচে এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রাজা। মন্ত্রি! এও কি সম্ভব?

মন্ত্রী। মহারাজ! কার মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে? মানব জাতির বাহ্যিক ভাব দেখে তার অন্তরের কথা কখনই অনুভব করা যায় না।

চন্দ্র। না, না, কুমার শশিশেখর সে প্রকারের লোক নহেন। আমি তাঁকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। এ যে শত্রুর পত্র তার আর সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। (চন্দ্রনাথের প্রতি) সকল মনুষ্যই স্বার্থপর। স্বার্থ ভিন্ন কেহ কখন পরের উপকার করে না। কুমার একবার তোমার উপকার করেচেন, তাই তুমি তাঁর প্রতি পক্ষপাতী হয়েচ। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে দেখ্‌লে এ পত্রখানিকে কখনই অবিশ্বাস করা যায় না।

রাজা। কেন মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। মহারাজের স্মরণ থাক্‌তে পারে যে যখন চন্দ্রনাথ এই বিবাহের কথা প্রথম উত্থাপন করেন তখন এ অধীন তাতে আপত্তি করেছিল।

রাজা। হাঁ, স্মরণ থাক্‌বে না কেন ? কিন্তু তাতে কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, শাস্ত্রে আছে বুদ্ধিমানেরা শত্রুকে কখনই বিশ্বাস কর্‌বে না।

রাজা। ওঃ! কি সর্ব্বনাশ !

মন্ত্রী। মহারাজ! বিপদ উপস্থিত হবার অগ্রে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজা। মন্ত্রি! আমি কি অমৃত ভেবে বিষপান করেচি ? অমৃত কি গরল তা কি আমি চিন্তে পাল্লেম না ?

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন যা হয় একটা সদুপায় স্থির করাই উচিত।

রাজা। মন্ত্রি! আমাকে ধর—আমি একটু বেড়াই। আমি মৃত কি জীবিত নিজেই তা অনুভব কর্ত্তে পাচ্চি না।

মন্ত্রী। মহারাজ! স্থির হউন। একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখুন। বিপদের সময় অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়।

রাজা। মন্ত্রি! আমার বিবেচনাশক্তির লোপ হয়েচে। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তোমরা যা হয় স্থির কর। (গাত্রোত্থান ও সকলের গাত্রোত্থান)

মন্ত্রী। মহারাজ! এত অস্থির হ'লে কোন কর্ম্মই হবে না। একটু স্থির হউন। একবার বিপদসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

রাজা। মন্ত্রি! আমার শরীরের সমুদায় শোণিত শুষ্ক হয়েচে। আমার শরীর কাঁপ্‌চে। আমাকে ধর —(পতন ও মূর্চ্ছা।)

সকলে। কি সর্ব্বনাশ! কি হলো!

চন্দ্র। কে আছিস্ রে, শীঘ্র একটু জল লয়ে আয়।

মন্ত্রী। চন্দ্রনাথ! একটু বাতাস কর।

(জল লইয়া রক্ষকের প্রবেশ।)

চন্দ্র। মহারাজকে একটু বাতাস কর্। (মুখে জল সিঞ্চন)

রাজা। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া রক্ষকের প্রতি) তুই এখানে কেন? যাঃ—

মন্ত্রী। মহারাজ সুস্থ হয়েচেন, তুমি যাও।

[রক্ষকের প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) মন্ত্রি! তোমরা বস। দেখ শত্রুনিপাত না কর্‌লে আমার অসুখ দূর হবে না। কি উপায় অবলম্বন করি বল।

চন্দ্র। আমি বলি, অগ্রে কুমারকে এক বার এ বিষয়ের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। চন্দ্রনাথ! তুমি নিতান্ত বাতুল—তা হ'লে বিপদ আরো আসন্ন হবে তা জান?

রাজা। তবে তুমি কি বল, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আমি বলি যাতে একেবারে মনের সন্দেহ ও ভয় দূর হয় তাই করাই উচিত।

চন্দ্র। তবে কি আপনি তাঁর প্রাণদণ্ড করতে বলেন?

মন্ত্রী। এ উপায় ভিন্ন যদি অন্য কোন সদুপায় থাকে, তা বরং মহারাজ বিবেচনা করে দেখুন।

চন্দ্র। সত্য মিথ্যা না জেনে এতদূর করা নিতান্ত অন্যায়। আমি আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে চাই না। আপনারা যা হয় করুন।

রাজা। প্রাণদণ্ড! একথা মনে হলেও হৃৎকম্প হয়। হা পরমেশ্বর! আমার অদৃষ্টে এত ছিল! ওঃ হঃ! এও কি হয়? আমার সত্যবতীর মনে বড় ব্যথা লাগ্‌বে। না, যায় আমারই প্রাণ যাবে!

মন্ত্রী। মহারাজ বিবেচনা ক'রে দেখুন, বিপক্ষের দুষ্ট অভিসন্ধি সফল হ'লে, স্বদেশ পরাধীন হবে। আপনি নরপতি, এই অসংখ্য প্রজাগণের পিতা স্বরূপ, এখন একজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য শত সহস্র ব্যক্তিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাও যুক্তিসিদ্ধ নয়।

রাজা। মন্ত্রি! তা সত্য। কিন্তু তা ব'লে কি আমি রাজকুমারী সত্যবতীর অন্তরে ব্যথা দিতে পারি? সে আমাকে এত ভক্তি করে—আর আমি নিদারুণ নিষ্ঠুর ও স্নেহ মমতা শূন্য হব?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমাদের অপেক্ষা স্বদেশের প্রতি

রাজকুমারীর মায়া অধিক। পত্রের বিষয় অবগত হ'লে তিনি কখনই ক্ষুব্ধ হবেন না বরং পরে বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হ'তে উদ্ধার পেয়েচেন বিবেচনা কর্‌বেন।

রাজা। না মন্ত্রি, তুমি জান না। তার ভালবাসা অকৃত্রিম। সত্যবতী কুমারকে দেবতুল্য ভালবাসে। কুমারের শোকে সে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কর্‌বে। মন্ত্রি! না, আর আমাকে এমন কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিও না।

মন্ত্রী। মহারাজ! শোক চিরস্থায়ী নয়। এ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে গেলে প্রথমে কয়েক দিনই রাজকুমারীর কষ্ট হবে, তার পর সমুদায়ই বিস্মৃত হবেন।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যু হ'লে কোন উপকারই হবে না? স্বদেশ পরাধীন হবে? মন্ত্রি! তবে আর কি কোন সদুপায় নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! ইহাপেক্ষা সদুপায় আর ত দেখ্‌তে পাই না।

রাজা। চন্দ্রনাথ! আমি ইচ্ছা ক'রে এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হচ্চি না। তা মন্ত্রি! কি প্রকারে এ কার্য্য সম্পন্ন হবে?

মন্ত্রী। মহারাজ! বিলম্বে আরো বিড়ম্বনা। আমি বলি, এই রাত্রেই যা হয় কর্ত্তব্য।

রাজা। মন্ত্রি! তোমরাই যা হয় কর। আমি আর কিছুই বল্‌তে চাই না।

মন্ত্রী। গোপনে এ কার্য্য সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য।

রাজা। কে কর্‌বে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ আজ্ঞা দিলে কে এ কর্ম্মে অস্বীকার কর্‌বে?

রাজা। (চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া) কে কর্‌বে চন্দ্রনাথ ?

চন্দ্র। মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন—আমি পার্‌বো না।

মন্ত্রী। চন্দ্রনাথ! তুমি কি এম্‌নি কাপুরুষ? স্বদেশের হিতাহিত জ্ঞান কর না?

চন্দ্র। যে একবার আমার উপকার করেচে, এ জীবনে কখনই আমি তার অমঙ্গলকর কার্য্য কর্‌তে পার্‌বো না। বিশেষতঃ কুমার নিশ্চয়ই এ প্রকার কার্য্য কর্ব্বেন না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাকে অধিক কথা বল্‌বেন না। আপনারা যা হয় করুন, আমি আর এখানে থাকুতে চাই না। (স্বগত) যাই কুমারকে এ বিষয় জ্ঞাত করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। তবে ডাক, অমরনাথকে ডাক। সেই আমার সর্ব্বনাশ করুক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। ওঃ! মনুষ্যের হৃদয় কি ভয়ানক! (চিন্তা করিয়া) শত্রু কি মিত্র, মন এখনও সন্দেহ করে। শত্রুই হবে। সন্দেহ কেবল সত্যবতীর স্নেহের অনুগামী। দূর হোক—কণ্টক উৎপাটন করাই ভাল।

(মন্ত্রীর সঙ্গে অমরনাথের প্রবেশ।)

অম। (মন্ত্রীর প্রতি) সেনাপতি মহাশয়ই কেন এ ভার গ্রহণ করুন না?

মন্ত্রী। তাঁর বিশেষ আপত্তি আছে। মহারাজ! অমরনাথ এসেছেন।

রাজা। অমর! এসেছ? এস। মন্ত্রী যা বলেন সম্পন্ন ক'রে রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা কর গে।

অম। মহারাজ! গোপনে কি প্রকারে একার্য্য সম্পন্ন হবে?

মন্ত্রী। এই রাত্রেই তাঁর শয়নাগারে যাও, নিদ্রাবস্থায় কর্ম্ম সম্পন্ন কর গে।

রাজা। দেখ অমর! সত্য যেন এর কিছুই জান্‌তে না পারে।

অম। তাঁরা ত এক গৃহেই আছেন।

মন্ত্রী। মহারাজ! অমরনাথ যখন সেখানে যাবেন, মহারাজ তখন রাজকুমারীকে অন্য গৃহে লয়ে গিয়ে সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ কর্‌বেন। তা হ'লে এতেও কোন প্রতিবন্ধক হবে না, অথচ সমুদায় বৃত্তান্ত জান্‌তে পার্‌লে তাঁর শোকও অনেক লাঘব হবে।

রাজা। রাত্রিও হয়েচে, চল মন্ত্রি, এখনি যাই। আমার শরীর কেমন কচ্চে, আর আমি বস্‌তে পারি না। চল, আমাকে শয়ন গৃহে রেখে এস। (গাত্রোত্থান।)

মন্ত্রী। চলুন তবে। (সকলের গাত্রোত্থান।)

অম। (স্বগত) যাই, বহুকালের আশা আজ পূর্ণ করি গে। এত দিন মানসক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের রোপণ করেছিলেম আজ তার ফললাভ হবে। আজ শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হয়েছিল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সত্যবতীর শয়নগৃহ।)

(পালঙ্ক'পরে সত্যবতী ও শশিশেখর আসীন।)

সত্য। কেন বল, বল। আজ তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখ্‌চি কেন? বল।

শশি। না, বিষণ্ণ কৈ?

সত্য। অন্যান্য দিন তুমি আমাকে কত আদর কর—কিন্তু আজ এমন করে আছ কেন? তোমার বাণেশ্বরের কি কোন মন্দ সম্বাদ পেয়েচ?

শশি। না, এমন কিছু সম্বাদ পাই নাই।

সত্য। তবে তুমি এত ভাব্‌চ কেন? কিসের ভাবনা? বল—বল, বল।

শশি। ভাব্‌চি কে বল্লে?

সত্য। এই যে তোমার চক্ষু দুটী বলে দিচ্চে।

শশি। না, ভাব্‌বো কেন?

সত্য। তোমাকে ত আর কখন এ প্রকার দেখি নাই—তুমি হাঁস্‌চ না কেন?

শশি। (ঈষদ্ধাস্যে) কেন হাস্‌বোনা, এই যে হাস্‌চি।

সত্য। না, কেন তুমি এমন বিষণ্ণ হয়ে আছ বল। তোমাকে এ প্রকার দেখ্‌লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। কি ভাব্‌চ বল।

শশি। শুনে তোমারও কষ্ট হবে—আমার মতন তোমারও মুখখানি বিষণ্ণ হবে তা আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না।

সত্য। না বল্লে আমার আরো কষ্ট হবে। কি বল্‌বে না?

শশি। তোমার শুনে প্রয়োজন নাই।

সত্য। আছে, বল, বল।

শশি। আচ্ছা বল্‌বো, এখন নয়।

সত্য। তবে কখন বল্‌বে? না, এখনি বল্‌তে হবে। না হলে আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না। বল, বল— বল্‌বে না? তবে আর আমি এখানে বস্‌বো না, তুমি বস আমি যাই—(গাত্রোত্থান।)

শশি। বলচি বস।

সত্য। বল। (উপবেশন)

শশি। দেখ সত্য, আজ প্রাতঃকাল হতে যেন কুচিন্তার সাগর আমার অন্তঃকরণে প্রবাহিত হচ্চে। সেই পর্য্যন্ত আমি যেন সকল সুখে বঞ্চিত হয়েচি, কিছুই আমার ভাল লাগ্‌চে না। সমস্ত দিনই কষ্টে গিয়েচে। যত মনে করি সে চিন্তা আর কর্‌বো না, ততই চিন্তা বৃদ্ধি হয়। এত চেষ্টা করেও মনকে আয়ত্তে আন্‌তে পাচ্চি না। এক একবার মনে হচ্চে যেন আমার সুখ-সূর্য্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার-তম দুঃখ-রজনীকে আমার জন্যে প্রেরণ করেচে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কি জন্য যে আমার এ প্রকার অবস্থা হয়েচে তা আমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্চি না তা তোমাকে কি বল্‌বো?

সত্য। তবে তুমি আমাকে বল্‌বে না?

শশি। বল্‌বো না কেন?

সত্য। তবে বল না কেন।

শশি। একটা সামান্য স্বপ্ন দেখে যে আমার মন এতদূর উদ্বিগ্ন হবে তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না।

সত্য। কি স্বপ্ন দেখেচ বল?

শশি। সে স্বপ্ন কি কি, কিছুই অনুভব কর্‌তে পাচ্চি না।

সত্য। কি হয়েচে বল।

শশি। গত রাত্রে নিদ্রা যাচ্চি, হঠাৎ আমার বোধ হলো কে যেন আমাকে "কুমার" "কুমার" বলে সম্বোধন কর্‌লে। সে স্বরটী ঠিক আমার বাণেশ্বরের গলার স্বরের ন্যায় বোধ হলো, সেই সম্বোধনে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে দেখি বাণেশ্বর গলায় হাত দিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েচে, আর তাঁর গলা দিয়ে অজস্র রক্তপাত হচ্চে, আমি এই ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে শয্যায় বসে রইলেম। তার পর সেই ভয়ঙ্করবেশী মূর্ত্তিটী আমাকে সম্বোধন করে বল্‌লে, ওঃ হুঃ হুঃ! সে কথা মনে হলে এখনও আমার শরীর রোমাঞ্চ হয়,—বল্লে "কুমার! ভীত হবেন না, আমি আপনার বাণেশ্বর, আপনার উপকার কর্‌তে গিয়ে আমার এই দুর্দ্দশা হয়েচে।" বল্লে "পাপাত্মা ত্রিপুরাধিপতি আপনার পিতৃব্য আমার প্রাণ বধ করেচে। আমি চল্লেম আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে চল্লেম।" সত্য! তার পর যে কি কথা বল্লে তা আর আমি মুখে আনুতে পারি না। আমারই অদৃষ্টে যে কি আছে তা বল্‌তে পারি না। মনে হলেও হৃৎকম্প হয়। প্রিয়ে! আমি নিশ্চয় জেনেচি আমার বাণেশ্বর আর নাই। হায়! হায়! আমারি জন্য পুণ্যাত্মা বাণেশ্বর পিতৃব্যের নিষ্ঠুর কুঠারে প্রাণত্যাগ করেচে। (রোদন ও বিষণ্ণভাবে অবস্থান।)

সত্য। তাঁর সম্বাদ আনুতে যাকে আমরা ত্রিপুরায় প্রেরণ করেচি সে ত এখন ফিরে আসে নাই, তবে কেন তুমি তার জন্য এত চিন্তা কর্‌চো? বিধাতার অনুগ্রহে অবশ্য সে তাঁর সুসম্বাদ নিয়ে আস্‌বে তার জন্য এত উতলা হও কেন?

শশি। আর সুসম্বাদ! আমারি অদৃষ্টে যে কি আছে বল্‌তে পারি না।

সত্য। কেন? ও কথা বল্‌চো কেন?

শশি। তার পর সেই বাগেশ্বরবেশী মূর্ত্তি বল্লে "কুমার! আপনিও সাবধান, দুরাত্মা আপনারও উদ্দেশে শর নিক্ষেপ করেচে, আপনি সাবধান।" এই বলে যে তিনি কোথায় গেলেন আর আমি দেখ্‌তে পেলেম না।

সত্য। নাথ! এখানে বসে থাক্‌লে মন আরো উদ্বিগ্ন হবে, চল একটু বাহিরে যাই।

শশি। সত্য! আমার আজ কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। সমস্ত দিনই কষ্টে যাপন করেচি। এখন আর কোথাও যাব না—এই খানেই বস।

সত্য। গান্ধারী আস্‌চে।

(বিষণ্ণভাবে পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। দিদিঠাক্‌রুণ! ত্রিপুরা থেকে সেই লোক ফিরে এসেচে।

সত্য। সে কি বল্লে?

শশি। আর কিছু বল্‌তে হবে না, আমি সব জেনেচি, (রোদন।)

পরি। সে আমাকে কিছুই বল্লে না, কুমারের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

শশি। আচ্ছা চল যাই, আদ্যোপান্ত শুনিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(অসিহস্তে অমরনাথের প্রবেশ।)

অম। কৈ? কেউই ত এখানে নাই। তবে কি এখনও এঁদের শয়ন করবার সময় হয় নাই। (চিন্তা করিয়া) ভাল, আমি কি চুরি কর্‌তে এসেছি? চোরের মতন আমার মন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে, কে দেখ্‌তে পেলে দেখ্‌তে পেলে মনে হচ্চে। আমি স্বহস্তে কত শত মানুষের প্রাণনাশ করেছি, কিন্তু এখন এই একজন শত্রুর প্রাণনাশ কর্‌তে আমার এত ভয় হচ্চে কেন? শরীরের সমুদায় রক্তই যেন জল হয়ে যাচ্চে। আমি কি কাছাড়ের সহকারী সেনাপতি অমরনাথ নই? তবে আমার এত ভয় কেন? আমি কি কুমার শশি-শেখরের শুভাকাঙ্ক্ষী? কুমার কি আমার অতিযত্নে প্রতি-পালিত আশালতা অন্তরক্ষেত্র হ'তে সমূলে উৎপাটন করে নাই? আমি রাজকুমারী সত্যবতীর অনুরোধে মহারাজের রাজ্য রক্ষা কর্‌লেম, আর বিদেশ হতে এক জন শত্রু এসে রাজ-কুমারীকে বরণ কল্লে? এও কি প্রাণে সয়? এখন ত রাজ-কুমারীও আমার চক্ষুশূল, তবে আর কাকে ভয় কর্ব্বো? রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বো, স্বদেশের হিতসাধন কর্‌বো, আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ কর্‌বো, তবে এতে ভয় কেন? মন! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। বীরপুরুষের ন্যায় স্বকার্য্য সাধন কর—(নেপথ্যে শব্দ) ওকে? কে আসচে নাকি? মন! আবার

'ভয় পেলে? ভীরুস্বভাব কাপুরুষের ন্যায় একটা সামান্য শব্দেও তুমি ভয় পাও? না, আর ভয় হবে না, কে আস্‌বে আসুক, যুদ্ধ করেও মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বো, এতে জীবন যায় সেও স্বীকার। (পরিক্রমণ) কুমার শশিশেখর যে শত্রু হয়ে মিত্রভাবে রাজগৃহে প্রবেশ করেচে তার কি আর সন্দেহ আছে? মনুষ্যের অন্তরের কথা দেবতারাই জান্তে পারেন। অপরে কুমারকে মহারাজের অকপট মিত্র ব'লে জানে, কিন্তু আমি তাকে এই দিব্য চক্ষে দেখেচি তাই তাকে পরম শত্রু ব'লে জানি। যে মানুষ মানুষকে চিন্তে পারে সেই-ইত দেবতা। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে নররূপী রাক্ষস একাকী এই দিকে আস্‌চে। মহারাজ বোধ হয় রাজকুমারীকে ডেকে নিয়ে গেছেন, উত্তম হয়েচে। এ কার্য্য যত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ততই ভাল। আজ অমাবশ্যা, নিঃশঙ্কচিত্তে সূর্য্য গগনমণ্ডলে পর্য্যটন কচ্চে, করুক, এদিকে রাহুও মুখব্যাদান করে আছে। এঁস সূর্য্য, লগ্ন উপস্থিত হলেই তুমি রাহুর গ্রাসে পতিত হবে। এখন একটু নিদ্রা যাও। জাগ্রতে বধ ক'র্‌তে গিয়ে গোলযোগ কর্‌বো না। কি জানি যদি আমাকেই মেরে বসে। (অন্তরালে অবস্থান।)

(অপরদিক দিয়া কুমার শশিশেখরের পুনঃপ্রবেশ।)

শশি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) স্বপ্ন সত্য হলো! এখন আমার, অদৃষ্টে কি আছে বল্‌তে পারি না। যাই হোক, দুরাত্মা শিবপ্রসাদ এম্‌নিই নিষ্ঠুর যে সে স্বহস্তে বাণেশ্বরের প্রাণবধ কল্লে? পরমেশ্বর যদি পাপীর পাপে বিরক্ত হন তবে তাকে অবশ্যই তার প্রতিফল পেতে হবে। হে পরমেশ্বর!

যদি পৃথিবীতে মনুষ্য যাকে পাপপুণ্য বলে তা থাকে, তবে পাপাত্মাদিগের পাপের প্রতিফল পেতে যেন বিলম্ব না হয়। ওঃ হঃ! কি ভয়ানক স্বেচ্ছাচারিতা! হে জগদীশ্বর! যে নরপতি এপ্রকার স্বেচ্ছাচারী, তারও যেন রাজনাম শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়। জগদীশ্বর! আপনি পাপীর শাস্তিদাতা এবং নিষ্পাপীর পরিত্রাতা, যেন বাণেশ্বরকে নরকযন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে না হয়। (দীর্ঘ নিশ্বাসে) আর বৃথা চিন্তা কর্‌লে কি হবে?—রাত্রিও অধিক হয়েচে মহারাজ এমন সময় রাজ-কুমারীকে ডাক্‌লেন কেন? আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌চে না, জীবনেও ভার বোধ হচ্চে, একটু নিদ্রা যাই, দেখি তাহলেও যদি কিছু চিন্তার শান্তি হয়। (শয়ন।)

অম। (অগ্রসর হইয়া) যাও, নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাও। আর যেন এজন্মে তোমার চক্ষু উন্মীলন কর্ত্তে না হয়। অস্ত্র! তুমি কত শত শত্রুর রক্ত পান করেচ কিন্তু কিছুতেই তোমার তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, আজ এই প্রত্যক্ষ শত্রুর শোণিত পান কল্লে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ হয় কি না দেখ। বিশ্বাসঘাতক! অনেক দিন হ'তে তোমার হৃদয়ে পাপ লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি কচ্ছিল, বড়বক্রের সমস্ত জলেও সে পাপ ধৌত হতো কি না সন্দেহ। আজ তোমারই রক্ত তোমার পাপ হৃদয় ধৌত করুক। আর কেন? (অসি নিষ্কোষিত করণ।)

শশি। (নিদ্রাবস্থায়) কর কি? কর কি? দাঁড়াও দাঁড়াও——

অম। কি সর্ব্বনাশ! এখন জাগ্রত? (বেগে পলায়ন ও কিঞ্চিৎ পরে অগ্রসর হইয়া) একি তবে স্বপ্ন? কৈ আর ত

জাগ্রতের কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পাই না। তবে আর কেন ? (অসি গ্রহণ।)

নেপথ্যে। পিতঃ আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কুমারের সঙ্গে সহমরণে যাব, আমাকে ছাড়ুন।

অম। (চমকিত ভাবে) কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? রাজকুমারী এখানে আস্‌তে চাচ্চেন? তাঁর আস্‌বার অগ্রেই কর্ম্ম শেষ——

নেপ। আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? পিতঃ অভাগিনীকে আর বাধা দেবেন না, ছাড়ুন।

অম। ঈশ্‌! এই যে সত্য সত্যই এই দিকে আস্‌চেন। তবে আর কেন? আর বাধা শুন্‌বো না, এই বার এস (খড়্গা-ঘাত ও তরবার ফেলিয়া বেগে প্রস্থান।)

নেপ। অমর, কর কি? কর কি? রাখ, রাখ। একটু বিলম্ব,——আঁ্যা নিদ্রাবস্থায় প্রাণবধ কল্লে?

(অপর দিক দিয়া রৌদ্রবেশে সত্যবতীর প্রবেশ।)

সত্য। অমর! একেবারে আমার সর্ব্বনাশ করে গেলি? আমার সম্মুখে আমার স্বামীর প্রাণবধ কল্লি? হায়! হায়! কি হলো, রক্তে যে বিছানা ভেসে যাচ্চে। স্বামিন্‌! নাথ! দাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। হায়! হায়! তুমি কি আর বাঁচবে না?

শশি। (মৃদুস্বরে) কেও? সত্যবতী? কে আমার এমন দশা কল্লে? আমি কি কারো কোন অপরাধ করেচি?

সত্য। স্বামিন্‌! আমার বুক ফেটে গেল। আমি যে আর

এ দেখ্‌তে পারি না। হায়! হায়! আমার কি হবে? পিতা যে আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হবেন জান্‌তেম না।

শশি। (মৃদুস্বরে) সত্য! কে আমার এমন দশা কল্লে? আমি কার এত অপরাধ করেচি?

সত্য। স্বামিন্‌! এই অভাগিনীই তোমার সর্ব্বনাশের মূল। নাথ! এই নাও, এই তরবারেই তোমার দাসীর শিরশ্ছেদ কর।

শশি। কেন সত্য, অমন কথা বল্‌চ?

সত্য। নাথ! দাসীই তোমার যত অনর্থের মূল।

শশি। (মৃদুস্বরে) সত্য! আর যে কথা কইতে পারি না। মনের কথা মনেই রইল, তুমি অমন মর্ম্মভেদী কথা ব'লে আর আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি ক'র না স্বচক্ষে দেখ্‌লেও যে আমার একথা বিশ্বাস্‌ হতো না। আমি ত কারও কিছু অপরাধ করি নাই, তবে কেন আমার এমন দশা হলো? সত্য! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌চে, আর আমি অধিকক্ষণ বাঁচবো না, আমাকে জন্মের মতন বিদায় দেও। (অস্ফুটস্বরে) আর পারিনে,—আমি যাই—জন্মের—মতন—বিদায়—হ—লে—ম। (মৃত্যু)

সত্য। ওমা কি সর্ব্বনাশ্‌! একি হলো? স্পন্দহীন হলো যে! স্বামিন্‌! প্রাণেশ্বর! কৈ আর যে কথা নেই। হৃদয়-বল্লভ আমার একেবারে নীরব হলো? হায়! হায়! আমার কি হবে? পরমেশ্বর! এজীবনে আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে হবে? স্বামিন্‌! দাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। একটু দাঁড়াও দাসীও তোমার সঙ্গে যাচ্চে—একটু দাঁড়াও——

নেপথ্যে। মন্ত্রি! ছেড়ে দাও। আমি আমার সত্যবতীকে দেখিগে। না হ'লে সে আবার আত্মঘাতিনী হবে, আমাকে ছাড়।

সত্য। পিতা আমার সর্ব্বনাশ ক'রে আমার প্রাণরক্ষা করতে আস্‌চেন। (উচ্চৈঃস্বরে) পিতঃ আপনার সত্যবতী এ জীবনে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করতে পার্ব্বে না। আপনাকে এখানে এসে সত্যবতীর সুখের পথ রোধ করতে দেব না। আমার স্বামী যে পথে গেছেন এই আমিও সেই পথে যাই।
(তরবার লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন।)

(বেগে মলয়ার প্রবেশ।)

মল। সখি, কি কর? কি কর? এ কি? ইনিও এমন ক'রে পড়ে আছেন কেন? সখি! কি হয়েচে?

সত্য। (মৃদুস্বরে) সখি! এস, একবার শেষ দেখা দেখে যাই।

মল। কেন সখি, অমন কথা বল্‌চো কেন? কি হয়েচে?

সত্য। (মৃদুস্বরে) পিতার আজ্ঞা নিয়ে নিষ্ঠুর অমর আমার স্বামীর প্রাণবধ করেচে, পতিই সতীর সর্ব্বস্ব ধন। স্বামী আমার যে পথে গেছেন আমিও সেই পথে যাই। সখি মলয়া! তোমাদের নিকটে আমি অনেক বিষয়ে অপরাধিনী আছি, এখন সে সকল দোষ ক্ষমা করে আমাকে শেষ বিদায় দাও, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাই।

মল। তুমি আমাদের নিকট কি অপরাধ করেছ সখি?

(বেগে প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমী। একি হয়েচে? কি সর্ব্বনাশ! মলয়া! আমাদের

সোণার প্রতিমা এমন ক'রে মাটীতে প'ড়ে কেন? একি? রক্তে ঘর ভেসে যাচ্চে যে! একি হলো? সত্য কি হয়েচে মা? মলয়া! তুই চুপ করে রইলি কেন?

মল। মহারাজের আজ্ঞা নিয়ে অমর কুমারকে বধ ক'রে গেছে বলে, সখি আমার আত্মহত্যা করেচেন, আর কি হবে?

প্রমী। অঁ্যা! কি বল্লে? কি সর্ব্বনাশ! কি হয়েচে সত্য! আমারা ত এর কিছুই জানিনা। মহারাজ কি পাগল হয়েচেন না কি?

সত্য। (মৃদুস্বরে) প্রমীলা! আমি শিশুকালে মাতৃহীন হয়েচি, মা আমার জীবিত থাক্‌লে পিতা আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হতে পার্‌তেন না। তা সে সকল আমারি অদৃষ্টের দোষ। এখন আমি মার কাছেই যাই, পিতাকে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বলো।

প্রমী। সত্য! তুমি কি ব'লে আমাদের ছেড়ে চল্লে মা? আমি যে তোমাকে না দেখতে পেলে একদণ্ডও বাঁচব না, তাকি তুমি জান না? মা! তুমি যে আমাকে এত ভাল বাস্‌তে এখন কি আর একবারও তোমার প্রমীলার কথা মনে হলো না মা?

(বেগে মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার প্রবেশ।)

রাজা। একি? সত্যরও আমার এই দুর্দ্দশা হয়েচে? হায়! হায়! যা ভেবে এলেম তাই হলো! ওমা সত্য! তুমি কি তোমার নিষ্ঠুর পিতাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ ক'রে চল্লে? ওঃ হঃ! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম, নচেৎ এমন গুণবতী লক্ষ্মী কন্যার পিতা হয়ে স্বচ্ছন্দে পাষণ্ডের ন্যায় তাকে জলে বিসর্জ্জন কল্লেম! হায়! হায়! আমার কি

হবে? ওমা! সত্য! ওমা! মা! তুমি কি আমার নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দিলেম্মা? (রোদন।)

সত্য। (মৃদুস্বরে) পিতঃ! একখানি শত্রুর পত্র দেখে আপনি আমার স্বামীকে অবিশ্বাস করেচেন, দাসীও তাতে দুঃখিত নয়। আমার প্রাণ গেলেও যদি আপনার রাজ্যের কোন মঙ্গল সাধন হয় তবে তাতেও আমি পরলোকে সুখী হব। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার রাজ্যের ভাবী অনর্থের আশঙ্কা দূর কল্লেম। এখন আপনি নিষ্কণ্টকে সুখে রাজ্যভোগ করুন। দাসী জন্মের মতন বিদায় হলো। আর পিতঃ! আমার স্বামী যদি আপনার নিকট কোন দোষে দোষী হয়ে থাকেন, তবে আমার অনুরোধ তাঁর সে দোষ মার্জ্জনা করুন—পরলোকেও তা হলে আমাদের গতি হ'তে পার্ব্বে। পিতঃ! এখন দাসীকে জন্মের মত বিদায় দিন। আর পারিনে—যাই, সখি! চল্লেম—প্রমীলা! বি—দা—য় হ—ই। (মৃত্যু।)

রাজা। হায়! হায়! কি হলো! বাছা আমার নীরব হলো! ওমা সত্য! সত্য! ওমা! মা! সত্য সত্যই স্বর্গে গেলে মা? এ পাষণ্ডের যে নরকেও স্থান হবে না। হায়! হায়! আমার কি হবে? রাজরাজেন্দ্র-নন্দিনী হ'য়ে মার আমার এই দুর্দ্দশা হলো? কত জন্মে কত পাপ করেচি, তারই এই প্রতিফল হলো। হায়! হায়! আমার এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষান্ত হউন। এতদূর হবে তা আমরা একবারও মনে করি নাই।

রাজা। মন্ত্রি! বুক ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না। মার আমার এক একটী কথা মনে হচ্চে—আর বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। এখনি আমার মস্তকে বজ্রপাত হোক আমি এ যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাই।

প্রমী। মহারাজ! এমন কর্ম্মে আপনাকে কে মতি দিলে? আমি দাসী, চিরকাল দাসীর মতনই আছি—কিন্তু আর সহ্য হয় না—মহারাজ এমন নিষ্ঠুর তা জান্‌তেম না। হায়! হায়! আমাদের কি হলো গো? ওমা সত্য! ওমা! সর্ব্বনাশ করে গেলি? মহিষি! মহিষি!

[বেগে প্রস্থান।

মল। আর মহিষী, মহিষী থাক্‌লে কি মহারাজ এমন কর্ম্ম কর্ত্তে পার্ত্তেন? হায়! হায়! (উচ্চ রোদন, অন্তঃপুরে রোদন ধ্বনি।)

রাজা। মন্ত্রি! আর আমি কেমন ক'রে লোকের কাছে মুখ দেখাব? যে গুণবতী কন্যা আমার জন্য কুলমান, জীবনের ভয় সকলই পরিত্যাগ ক'রে আমার রাজ্য রক্ষা করেছিল, যে আমাকে এত ভক্তি কর্‌তো, আমি আবার তারই সুখের পথ রোধ ক'র্‌তে গিয়ে তার আত্মহত্যার কারণ হলেম। মন্ত্রি! আজ কাছাড়ের রাজকুললক্ষ্মী অন্তর্ধান হলো—আর আমি এ নরকে থাক্‌বো না। তোমাকে রাজ্যভার দিয়ে আমি বনবাসী হব। ওঃ হঃ! কাছাড়ের রাজকুলপ্রদীপ আজ নির্ব্বাণ হলো।

মন্ত্রী। মহারাজ চলুন, গৃহান্তরে চলুন। এখানে থাক্‌লে শোক আরো বৃদ্ধি হবে—চলুন এ স্থান হ'তে অন্য স্থানে

শোকে যত অভিভুত হবেন শোক ততই বৃদ্ধি হবে। চলুন, আর বৃথা রোদন করলে কি হবে ?

(ববনিকা পতন।)

সমাপ্ত।





Printed for the publisher by I. C. Bose & Co. Stanhope Press,
249, Bowbazar Street Calcutta.

